CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-270 ■ 30 June, 2026 ■ আগরতলা ৩০ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসমে বন্যায় ভেঙে পড়ল রেলসেতু
অরুণাচলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩

ক্ষতিগ্রস্থ বহু মানুষ

গুয়াহাটি / ইটানগর, ২৯ জুন (আইএএনএস)।। টানা বৃষ্টির জেরে অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (এএসডিএমএ) তথ্য অনুযায়ী, বন্যার প্রথম দফায় ইতিমধ্যেই ছয়টি জেলায় ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পাশাপাশি ধেমাজি জেলায় একটি রেলসেতুর অংশ ভেঙে পড়ায় রেল চলাচলও ব্যাহত হয়েছে।

এএসডিএমএ-র বুলেটিন অনুযায়ী, ধেমাজি, নলবাড়ি, ডিব্রুগড়, চিরাং, লখিমপুর এবং কোকরাঝাড় এই ছয় জেলায় মোট ২২,১২৪ জন বন্যাকবলিত হয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ধেমাজি জেলা। সেখানে ১৫, ৪৮৩ জন মানুষ বন্যার জলে দুর্ভোগে পড়েছেন। টানা বর্ষণের ফলে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যার জলে ৯৬টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এবং প্রায় ১,৬৯০ হেক্টর কৃষিজমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে হাজার হাজার কৃষকের জীবিকা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এএসডিএমএ জানিয়েছে, শিবসাগর জেলার নাংলামুরাঘাটে ডিসাং নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে নিম্নাঞ্চলে আরও জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। বন্যার প্রভাবে ৪৮, ১৯৯টি গবাদি পশুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে, ধেমাজি জেলার সিমেন নদীর উপর একটি রেলসেতুর অংশ ভারী বৃষ্টি ও নদীভাঙনের জেরে আংশিক ভেঙে পড়েছে। এর ফলে ওই এলাকায় রেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) জানিয়েছেন, ধেমাজি ও সংলগ্ন এলাকায় ১১০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় প্রবল বন্যা ও নদীভাঙন শুরু হয়, যার জেরে সেতুর একটি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

৭.৫ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। দামছড়া থানার উদ্যোগে চালানো নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি অভিযানে একটি গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ওই ঘটনায় এক সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রায় জানান, রবিবার সন্ধ্যায় দামছড়া থানার অধীন পূর্ব আর কে পুর এলাকায় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নারী ও শিশু কল্যাণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে একটি মডেল রাজ্য ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করে ত্রিপুরাকে একটি 'মডেল রাজ্য" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিশু ও মহিলাদের নিরাপত্তা, সমতা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে এগুলোকে সক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে। আজ আগরতলার অভয়নগরস্থিত অবস্থিত গার্লস ইউনিট-২ (চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন), মহিলা আশ্রম সংলগ্ন "সক্ষম" অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য নির্মীয়মান হোস্টেল প্রকল্প পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর 'বিকশিত ভারত' দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশনায় ত্রিপুরা কার্যকরভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও কল্যাণমূলক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্য সভার সদস্য খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (আইএএনএস)।। কর্নাটক থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়ে সোমবার ফের রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সংসদ ভবনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনের দপ্তরে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সদননেতা জে. পি. নাড্ডা, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং রাজ্যসভার উপ-সভাপতি হরিবংশ-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা।

গত ১১ জুন কর্নাটক থেকে রাজ্যসভার চারটি আসনের নির্বাচনে কংগ্রেসের তিন প্রার্থী, যার মধ্যে মল্লিকার্জুন খাড়গেও ছিলেন, এবং বিজেপির এক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

বিজেপির ইরান্না কাদাদি ও নারায়ণ কোরাগাপ্পা, কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং জনতা দল (সেকুলার)-এর নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবেগৌড়ার রাজ্যসভার মেয়াদ ২৫ জুন শেষ হওয়ায় এই চারটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই কর্নাটক থেকে পুনর্নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন খাড়গে।

শপথ নেওয়ার পর এক্স-এ খাড়গে লেখেন, 'রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ সদনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্ব এবং দায়িত্বের বিষয়।'

তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এবং উপ-সভাপতি হরিবংশকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের সাংসদ, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাঁদের আস্থা ও উৎসাহই তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সংসদীয় জীবনের পথচলায় শক্তি জুগিয়েছে।

খাড়গে আরও বলেন, 'সব রাজনৈতিক দলের ফ্লোর লিডারদের, বিশেষ করে ইন্ডিয়া জোটের সহযোগী এবং বৃহত্তর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সচিবদের বৈঠক আজ

'ইজ অব লিভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'এ সংস্কারে জোর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ।। দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বনির্ভর এবং জনবান্ধব করে তুলতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও)-এর সেবা তীর্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে 'ইজ অব লিভিং' এবং 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি স্বনির্ভরতা এবং প্রশাসনিক সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচিবদের কাছ থেকে পরামর্শও নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় সচিবদের এক বা একাধিক নির্ধারিত বিষয়ে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, উপস্থাপনার সময় সচিবদের মূলত দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে 'আমি কী করেছি' এবং 'আমি কী করতে পারি'। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে 'অন্যরা কী করতে পারে' এই বিষয়েও প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং জনসেবা আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে পরামর্শ দেওয়া যাবে।

প্রতিটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য সর্বোচ্চ তিন মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনও সচিব একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার পর সময় থাকলে তাঁকে অন্য বিষয়েও মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

এই বৈঠকে জ্যেষ্ঠ আমলারা তাঁদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ তুলে ধরবেন, প্রশাসনিক কাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করবেন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সাত দফা দাবিতে মেলাঘর পুর পরিষদে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৯ জুন ।। মেলাঘর পুর পরিষদ ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার নাগরিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে সোমবার মেলাঘর পুর পরিষদের সিইও-র কাছে সাত দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করে সিপিআইএম। মেলাঘর, মেলাঘর পূর্ব ও রুদিজলা অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে মেলাঘর বাণিজ্যিক এলাকা জুড়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে অংশ নেন দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। দাবি আদায় না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

মিছিল শেষে মেলাঘর পুর পরিষদ কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী এবং সুরেশ দাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুপ্রভা বক্সী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ সাহা, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীনেশ দাস, অহিদুর রহমান, নিত্যানন্দ বর্মন, পীযুষ দেবনাথ, প্রবীর দাস, ভোলা ভৌমিকসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা শেষে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এসসি ও ওবিসি কর্পোরেশনে দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। রাজ্যের এসসি ও ওবিসি কর্পোরেশনগুলি বর্তমানে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি এবং ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়।

কর্পোরেশন কার্যালয়ের সামনে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে রাজ্যের এসসি ও ওবিসি কর্পোরেশনগুলির বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কর্তৃপক্ষের হাতে একটি ডেপুটেশনও প্রদান করা হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যের এসসি ও ওবিসি কর্পোরেশনগুলি বর্তমানে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করার পরিবর্তে এসব সংস্থায় ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও লুটপাট চলছে বলে দাবি করেন তারা। ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে মেঘালয়ে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন

শিলং, ২৯ জুন (আইএএনএস বাংলা)।। ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি হিলস জেলায় ৩০ জুন থেকে এক মাসব্যাপী বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটার যাচাই অভিযান শুরু হবে। সোমবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়।

জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিলাষ বারনওয়াল সংবাদমাধ্যমকে জানান, জেলার ১,০২১টি ভোটকেন্দ্রে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের কাছে আগে থেকেই পূরণ করা স্ব-ঘোষণাপত্র (সেলফ-এনিউমারেশন ফর্ম) পৌঁছে দেবেন।

তিনি জানান, সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ৭ অক্টোবর প্রকাশ করা হবে। ডেপুটি কমিশনার স্পষ্ট করেন, প্রাথমিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ধারালো অস্ত্রে হামলায় গুরুতর জখম এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। রাজধানী আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় সোমবার সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।

এতে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতাল (জিবি হাসপাতাল)-এ ভর্তি করে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ।

রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে দিনের আলোয় এ ধরনের রক্তাক্ত সংঘর্ষের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

স্ত্রী হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। স্ত্রী হত্যা মামলায় অভিযুক্ত প্রদীপ নাথ চৌধুরী (৪০)-কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে খোয়াই জেলার জেলা ও দায়রা আদালত। সোমবার জেলা ও দায়রা বিচারক এই রায় ঘোষণা করেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি অভিযুক্তকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় (খুন) অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মামলাটি কল্যাণপুর থানার মামলা নং ০৬/২০২৪-এর ভিত্তিতে বিচারাধীন ছিল।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, প্রায় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অবসরের ১৪ বছর পরও বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান শিক্ষিকা প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ জুন।। শিক্ষকতা শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, বরং একটি ব্রতএই সত্যকে প্রতিদিন বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন বিশালগড়ের পি এম শ্রী বাইন্দাদিঘী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা প্রতিমা পাল। ২০১২ সালে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও টানা ১৪ বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যালয়ে এসে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করে চলেছেন।

বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনস্থ পি এম শ্রী বাইন্দাদিঘী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের মতো এখনও শ্রেণিকক্ষে হাজির হন প্রতিমা পাল। ১৯৮০ সালে শালগড় টাউন গার্লস হাই স্কুলে গ্র্যাজুয়েট টিচার (জিটি) হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন তিনি। দীর্ঘ কর্মজীবনের পর ২০১২ সালে বাইন্দাদিঘী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসরের পরও শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি।

প্রতিমা পাল জানান, শিক্ষকতা তাঁর কাছে শুধুমাত্র চাকরি নয়, এটি জীবনের অন্যতম বড় দায়িত্ব। তিনি বলেন, 'শরীর যতদিন সঙ্গ দেবে, ততদিন আমি কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে যাব। এটাই আমার জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তি।' বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উত্তম চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিমা পালের মতো শিক্ষিকা সত্যিই বিরল। অবসরের পরও ১৪ বছর ধরে নিরলসভাবে বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান করে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা তাঁর এই মহান উদ্যোগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই।'

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁদের প্রিয় শিক্ষিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাদের বক্তব্য, প্রতিমা পাল অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিটি বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে পড়ান, ফলে পড়াশোনা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবসরের পরও শিক্ষা বিস্তারে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া প্রতিমা পাল আজ শুধু তাঁর বিদ্যালয়ের নয়, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুন ।। খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত তোতাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুতের এস.টি. লাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক দৈনিক হাজিরা শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম বিধু কপালি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের পাশাপাশি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শূকরের আস্তানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য গড়ে ওঠা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আজ কার্যত পরিণত হয়েছে শূকরের আস্তানায়। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে ফাগুনাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার শিশুরা, পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন না গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলারাও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রটির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দুর্গা দেববর্মার মৃত্যুর পর নতুন কর্মী হিসেবে সূর্যরাণী দেববর্মাকে নিয়োগ করা হয়। তবে নিয়োগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের জেরে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রটির কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

অভিযোগ, কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় ভবনটি বর্তমানে শূকর পালনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে স্থানে শিশুদের পড়াশোনা ও পুষ্টি কর্মসূচি পরিচালিত হওয়ার কথা, সেখানে এখন শূকরের বিচরণ দেখা যাচ্ছে। এতে শুধু সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহারই নয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশও তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট সিডিপিও (চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার)-এর উদাসীনতা ও প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই কেন্দ্রটির এই বেহাল অবস্থা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পুনরায় চালু, শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত পরিষেবা নিশ্চিত এবং কেন্দ্রটিকে শূকরমুক্ত করার দাবি জানান।

এখন দেখার বিষয়, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এলাকার শিশু ও উপভোক্তাদের স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে কী উদ্যোগ নেয়।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 30-06-2026, 00:53

জাগরণ
আগরতলা ৩০ জুন, ২০২৬ ইং
১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সর্ষের মধ্যেই ভূত !

অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান চুরির ঘটনায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তিন মাস আগেই সন্দেহভাজন কর্মীদের সরাইয়া দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছিল, যাহা এখন তদন্তে এক চাঞ্চল্যকর মোড় আনিয়াছে।মন্দিরের টাকা গোনার দায়িত্বে থাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ অনুদান গণনাকেন্দ্রে নিযুক্ত কিছু কর্মীর গতিবিধি ও আর্থিক লেনদেন নিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। তিন মাস আগেই তাহাদের ওই দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য আনুষ্ঠানিক সুপারিশ করা হইলেও, রহস্যজনকভাবে সেই লাল সংকেত উপেক্ষা করা হইয়াছিল এবং কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।এই ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত। চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসিবার প্রায় তিন মাস আগেই এসবিআই কর্তৃপক্ষ ক্যাশ কাউন্টিং সেন্টারের কর্মীদের সরানোর প্রস্তাব দিয়াছিল। বিরোধীদের বিশেষ করিয়া কংগ্রেস নেতা পবন খেরার অভিযোগ, এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পরও কাহাদের ছত্রছায়ায় অভিযুক্তদের আড়াল করা হইয়াছিল, তাহা খতিয়ে দেখা দরকার।উত্তরপ্রদেশ সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্তে নামিয়া ইতিমধ্যেই আটজনকে গ্রেফতার করিয়াছে। ধৃতদের মধ্যে কেউ কেউ মন্দিরের অনুদান গণনার কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ধৃত এক কর্মচারীর কোটি টাকার জমি এবং অন্যজনের ৪০ লক্ষ টাকার জমি কেনার হদিশ মিলিয়াছে। এদের বাড়ি থেকে এখখনও পর্যন্ত নগদ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হইয়াছে।সিটের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাম মন্দিরে নগদ অনুদান হিসাবে ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি জমা পড়িয়াছিল, যাহার একটি বড় অংশের এবং বহু মূল্যবান সোনা-রুপোর সামগ্রীর কোনো সঠিক হিসেব পাওয়া যাইতেছে না।এই দুর্নীতি নিয়া আদালতের নজরদারিতে জরুরি সিবিআই তদন্তের দাবি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। সোমবার ২৯ জুন, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করিয়া দিয়া জানাইয়াছে, বিষয়টি সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ার নিয়মেই শোনা হইবে।মন্দির ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাই এই ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন।যদিও তিনি দাবি করিয়াছেন এই চুরির বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। আপাতত পুরো বিষয়টি নিয়ে সিট কড়া তদন্ত চালাইতেছে।অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দেওয়া কোটি কোটি টাকার অনুদান ও মূল্যবান সামগ্রীর হিসাব মিলিতেছে না-এই অভিযোগে এখন তোলপাড় গোটা দেশ। এবার এই ঘটনায় সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাম মন্দিরের প্রণামী বাক্সের টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কা করিয়া ঠিক তিন মাস আগেই টাকা গণনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সরাইয়া দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সেই সতর্কবার্তাকে আমল না দিয়া, উল্টে মন্দির ট্রাস্টের কয়েকজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা ওই কর্মীদের বরখাস্ত করিবার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ সূত্রে জানা গিয়াছে।এই হাই-প্রোফাইল মামলার তদন্তে নামিয়া ইতিমধ্যেই পুলিশ রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের বয়ান রেকর্ড করিয়াছে। তদন্তকারীরা জানাইয়াছেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ট্রাস্টের প্রাক্তন ট্রাস্টি অনিল মিশ্র এবং গোপাল রাওকেও খুব শীঘ্রই নোটিশ পাঠানো হতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই চম্পত রাই এবং অনিল মিশ্র ইতিমধ্যেই ট্রাস্টের পদ থেকে ইস্তফা দিয়াছেন। খুব শীঘ্রই গোপাল রাও-ও ট্রাস্টের সমস্ত কাজকর্ম থেকে সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। এই অনুদান নয়ছয়ের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করিয়াছে পুলিশ। একই সঙ্গে, মন্দিরের দানবাক্স থেকে চুরি যাওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য জোরকদমে তল্লাশি চালানো হইতেছে।

রাম মন্দির ট্রাস্টের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনাকারী সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মন্দিরের দানবাক্সের টাকা গণনার কাজটি একটি থার্ড-পার্টি বা আউটসোর্সিং এজেন্সিকে দিয়া করাইতেছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত জানা গিয়াছে, আজ থেকে প্রায় তিন মাস আগেই ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্মকর্তারা টের পাইয়াছিলেন যে, মন্দিরের দানবাক্স থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তছরুপ করা হইতেছে। এই আভাস পাইয়াই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ টাকা গণনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ওই কাজ থেকে অবিলম্বে সরাইয়া দেওয়ার জোরদার সুপারিশ করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের নির্দেশ মানিয়া ওই আউটসোর্সিং এজেন্সি অভিযুক্ত কর্মীদের বরখাস্ত করিবার চূড়ান্ত প্রস্তুতিও শুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অভিযোগ, ঠিক সেই সময়ই মন্দির ট্রাস্টের শীর্ষ কর্তারা মাঝপথে হস্তক্ষেপ করেন এবং অভিযুক্ত কর্মীদের চাকরি বাঁচাইয়া দেন। ট্রাস্টের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং প্রাক্তন ট্রাস্টি অনিল মিশ্রের বিপুল প্রতিপত্তি ও ‘প্রভাব’-এর সামনে শেষ পর্যন্ত পিছু হটিতে বাধ্য হয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। তাঁহাদের আপত্তির কারণে ওইকর্মীদের কিছুতেই কাজ থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। ফলে দিনের পর দিন কোনও বাধা ছাড়াই অবাধে চলিতে থাকে রাম মন্দিরের কোটি কোটি টাকার অনুদান নয়ছয়।রাম মন্দিরের কোটি কোটি টাকার অনুদান নয়ছয়ের তদন্তে এবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র নিজস্ব দুই কর্মীর নাম জড়াইয়া যাওয়ায় আরও চাঞ্চল্য ছড়াইয়াছে। তদন্তে জানা গেছে, রত্নেশ এবং গগনদীপ নামে ওই দুই ব্যক্তি সরাসরি ব্যাঙ্কের বেতনভুক্ত কর্মী ছিলেন। মন্দিরের টাকা গণনার কক্ষে পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর কড়া নজরদারি ও তদারকি করার মূল দায়িত্ব ছিল এই দুজনের ওপরেই। পুলিশ ইতিমধ্যেই রত্নেশ এবং গগনদীপের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথ্য-প্রমাণ হাতে পাইয়াছে, যাহা এই বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরির সঙ্গে তাহাদের সরাসরি যোগসূত্র প্রমাণ করে। খুব শীঘ্রই এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বড়সড় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হইতে পারে। এর আগে জানা গিয়াছিল যে টাকা গণনার মতো অতি সংবেদনশীল কাজে যাহাদের নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাদের কোনও ধরণের পুলিশি ভেরিফিকেশন হয়নি। সম্পূর্ণ প্রভাব খাটাইয়া ‘সুপারিশ’-এর ভিত্তিতেই এই সংস্থায় তাহাদের ঢোকানো হইয়াছিল। ধৃত আট অভিযুক্তের মধ্যে অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, মণীশ কুমার যাদব, রমাশঙ্কর মিশ্র, অবনীশ এবং করুণেশ শুক্লা-এই ছয়জনকে একটি আউটসোর্সিং এজেন্সির মাধ্যমে টাকা গণনার কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এরা প্রত্যেকেই মন্দির ট্রাস্টের শীর্ষ কর্তাদের অত্যন্ত কাছের আত্মীয় কিংবা ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং এরা সরাসরি এই রত্নেশ ও গগনদীপের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই কাজ করিত।এই হাই-প্রোফাইল মামলায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই ছয়জন এবং তাহাদের সঙ্গে আরও দুই সহযোগী-সুভাষ শ্রীবাস্তব ও তিন্নু যাদব-সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করিয়াছে। এই ঘটনার পর নড়িয়াচড়িয়া বসিয়াছে মন্দির ট্রাস্ট। ভবিষ্যতে এই ধরণের সংবেদনশীল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনিতে খুব শীঘ্রই নতুন গাইডলাইন বা নির্দেশিকা জারি করিতে চলিয়াছে রাম মন্দির ট্রাস্ট। যেখানে নতুন কর্মীদের কঠোর স্ক্রিনিং এবং নিয়মিত কাজের মূল্যায়ন-এর মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আগামী ১১ জুলাই ট্রাস্টের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গবিভাগের জন্য দায়ী করা অনৈতিহাসিক

শান্তনু রায়

বিনা আড়ম্বরেই চলে যায় তাঁর জন্ম ও প্রয়াণবার্ষিকী। সাধারনভাবে তাঁকে নিয়ে বর্তমান সমাজপরিসরে তেমন কোন আগ্রহ না থাকলেও প্রয়াণের সোওয়া শতক পরেও তাঁর বিরুদ্ধে আলোচনা চর্চা ও সমালোচনার নামে চর্বিত চর্বণে সেই একই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে নর থাকে পণ্ডিতম্মন্যতার নতুন নতুন ‘গবেষণা’য়। ধর্মীয় ভিন্নতাজনিত কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনের আলোচনায় যথারীতি বারবার আসে বঙ্কিমের বহুচর্চিত আনন্দমঠ উপন্যাসটি। অভিযোগও সেই বহুদা জ্ঞাপিত পুরাতন যার জীবৎকালেও তিনি হয়েছিলেন এক একশ্রেণীর দ্বারা সমালোচিত।

বাংলাদেশের একাংশের কাছে ইদানীং জনপ্রিয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফা তাঁর শতবর্ষের ফেরারিঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭) গ্রন্থে “মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি কর্মের মধ্যে রাষ্ট্রই হলো সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়” উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন কিন্তু রাষ্ট্র যে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণের নিয়ন্তা সে এর জিনিসটি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মানস ফুড়ে জন্মাতে পারেনি। একমাত্র এক বত্তিমচন্দ্রই ছিলেন ব্যতিক্রম। বঙ্কিম ছিলেন আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম, রাষ্ট্রবেত্তা। তিনি এও স্বীকার করেছেন-বাংলা তথা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের। উন্মেষ পর্বে বঙ্কিমের চিন্তা এমন একটা গভীর ড় মর্মকো সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো, অনুশীলন এবং যুগান্তর দুটি সন্ত্রাসপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা। বঙ্কিমকে তাদের গুরু এবং আনন্দমঠ গ্রন্থটিকে এর প্রেরণা পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্দরমহলে একটা টানাপোড়েন ছিল এবং আছেও ধর্মীয় বা শ্রী সাংস্কৃতিক ভিন্নতাহেতু বা পারিপার্শিক অন্য এর কোন কারণে-এ রূঢ় বাস্তব। প্রসঙ্গত প্রায় এর পচানব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে -এ শুধু প্রভেদ নয় বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের এবং মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা তা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গন্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা এই পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা প্রং ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দু’ই পক্ষই সে আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ স্ত্র সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোনো হা হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু এক সময়ে যে কারনেই এ। হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল এর তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া এর পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। (কালান্তর) রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই “একসময়” কখন কিভাবে এল এবং তাতে কার কি ভূমিকা ছিল এক সে বিচার বিশ্লেষন এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। এর তেমনই নয় ‘পরস্পরকে ঠেকানো ও এক খোঁচানো’র সেই প্রয়াসের চরম পরিণতিতে যে এত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগপূর্বক ক্ষমতা এরা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছিল তারই স্বাভাবিক প্রভাবজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরূপতা সমাজের সঙ্গেত্রাস পেয়েছে না পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরেও আরও ব্যাপ্ত ও নব-বিদ্বেষ বিষে জারিত ও পোক্ত হয়েছে সে বিচারও।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিম-মানসেও ছিল-বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এইক্ষণে পৃথক-পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। একথাও স্মর্তব্য যে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি।

তথাপি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আনন্দমঠের এষ্টা বিধায় বঙ্কিমকে কেবল হিন্দু জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার “অপরাধে” চিহ্নিতকরণের এক মানসিকতা বিধৃত বিংশ শতকের উপান্তে দাঁড়িয়েও আহমদ ছফা কৃত বঙ্কিম মূল্যায়নেও। ওই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন “যদি বাংলাদেশ বিভাগ করার কোন একজন বাক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিম”।

১৯০৭৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রণোদনায় ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের তথ্য স্মরণে রাখলে বাংলাভাগের (১৯৪৭) জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিযুক্ত করার প্রবণতায় ইতিহাস চর্চায় অমনোযোগই সূচীত করে। কারণ প্রথমত মধ্যবর্তীকালের ইতিহাস যথাযথ পর্যালোচনা করলে ঐ মন্তব্যটি বঙ্কিমনিন্দায় সোৎসাহে ব্যবহৃত হলেও (যেমনটি নজরে এল সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে। অতি-সরলীকরণ, অতিশয়োক্তি এবং বিদ্বেষ-বিষে সত্য বিমুখতার দোষে দুষ্ট প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। উল্লেখ্য ঠিক পরের বাক্যটিতেই ছফা স্বীকার করেছেন অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, বাংলা এবং ভারত বিভাজনের মাল মসলাসমূহ এই দেশীয় সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে অনুকুল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করেছিলো। ইতিহাসের চোরাগোপ্তা স্রোতসমূহ বঙ্কিম মানসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁকে দিয়ে ইতিহাসের ধাত্রীর। ভূমিকা পালন করিয়ে নিয়েছিলো। বঙ্কিম ইতিহাসের যন্ত্রের কাজটিই করেছিলেন।

বস্তুত তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটি এভাবে ভেবে নিলেই সঠিক হয় যে সে সময়ে পরাধীন দেশের জাতিগঠনে, হতমান দেশবাসীর “মুচ মুক গ্নান মুখে” ভাষ্য যোগানোর জন্য এমন রচনাই যুগের দাবি। ছিল। বরং একথাও বলার যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় “nation Inailder” তিনি এক মুহূর্তের তরে বিস্মৃত হন নি স্বদেশের কথা। এই গঠনের কাজটি, যার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা সেই সময় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে করে গেছেন সারা জীবন। সেই প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা ইসলাম বিদ্বেষের “অপরাধ” প্রমাণে নিছক তাঁর উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর সংলাপ কিংবা ‘‘বন্দেমাতরম’’ সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করাকে উদাহরন হিসেবে উত্থাপন কতখানি সমীচীন তা ভেবে দেখার মতো।

ঘটনা হলো আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ায় প্রায় তেইশ বছর পরে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল বাংলায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে এক বর্নময় চরিত্র যিনি একাধারে রবীন্দ্রসুহৃদ আবার তীব্র ইংরেজ বিরোধী যার দেশপ্রেম ছিল নিখাদ তিনি তাঁর “সন্ধ্যা” পত্রিকায় উদ্দীপক লেখনীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং আনন্দমঠের দৃষ্টান্তের উল্লেখে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের জন্য বাংলার তরুণদের প্রতি ওজজিনী ভাষায় তাঁর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীদের (ছফা-কথিত সন্ত্রাসবাদী নন। অনেকের কাছে আনন্দমঠ ছিল অবশ্য পাঠ-সত্য। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মীয় রাদবিচারের কোন অনুষঙ্গ ছিলনা। তথাপি এই আলোচনায় যদি এমন অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছন যে আনন্দমঠ পাঠ করে কিংবা বঙ্কিম সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে “তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুন বিপ্লবীরা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মরণপন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন” তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবের বিপ্রতীপ। বর্তমান আবহে “ন্যাশনালিজম” শব্দটিতে কোনো কোনো মহলে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি ও একধরনের বীতরণে প্রায়শ সমালোচনা হয় যে আসলে জাতীয়তাবাদের জন্য একটি “অপর” প্রয়োজন হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সব দেশই জাতীয়তাবাদী ভিন্ন ভিন্ন রূপে। হ্যাঁ, তথাকথিত বামপন্থীরা অকুঞ্চন করলেও এও সত্য যে পূর্ব ইউরোপের এবং অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। কারন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ দেশগঠনের অন্যতম উপাদান, এর সঙ্গে অবশ্য ধর্মীয় অনুষঙ্গ সম্পর্কিত নয়।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা বঙ্কিমের “ধর্মতত্ত্বে” আয়াস্বরূপ (দ্বিতীয় সত্তা) শুরুর উক্তিটি-আমি তোমাকে যে দেশগ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম নয়। ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম এর তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দূরন্ত প্যাট্রিয়টিজম এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসমূহ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত।

১৮৮২-তে আনন্দমঠে’র প্রকাশে যাঁরা বঙ্কিম মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের নির্মাতায় রূপান্তরিত এমন এমন একটি “অভিনব” আখ্যান নির্মাণের প্রয়াসী তাঁরা সচেতনভাবে বিস্মৃত যে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত “সীতারাম” বত্তিমের সর্বশেষ উপন্যাস যার আট বছর আগে ১৮৭৯ এ “সামা” রচনার প্রায় সাত বছরের মধ্যে ১৮৮৬-তে ‘‘কৃষ্ণচরিত্র’’ ও ন’’বছর ব্যবধানে ১৮৮৮তে রচিত হল “ধর্মতত্ত্ব” এর মত গ্রন্থ, যেখানে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের নবমানবতাবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত এক বঙ্কিমকে পাওয়া যায়।

‘‘আনন্দমঠে’’র সমসাময়িক তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস “রাজসিংহ” কিংবা পরবর্তী “সীতারাম” এ মুসলমান ফকির চাঁদশাহের বয়ানে সীতারামের উদ্দেশ্যে বলা কথাগুলিতে ব্যক্তি বঙ্কিম-মননের যে রূপ প্রতিভাত হয় সেই গুরুত্বপূর্ন দিকটিও অনেক সমালোচকের নজর এড়িয়ে যায়। আনন্দমঠেরও শেষ অংশে বঙ্কিম মহাপুরুষের বয়ানে বলেছেন, তেরিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম... প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কময়িক নহে। বস্তুত বঙ্কিমকে “হিন্দু জাতীয়তাবাদী” আখ্যা দেওয়া আসলে ইতিহাসের এক বামপন্থী অপব্যাখ্যা মাত্র বলে মনে করেন অনেক ইতিহাসবিদ। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে আহমদ ছফাও স্বীকার করেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক এ মতের অনুসারীদের মধ্যে যেমন হিন্দু লেখকেরা আছেন তেমনই তিনি সত্যিকারভাবে একজন অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লেখক এই মতাবলম্বীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ আবার মুসলমান। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য বীরভূমের সুসন্তান পরবর্তীকালে বহরমপুর নিবাসী সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীম মহাশয়ের নাম। মহম্মদ আলী জিন্নার চৌদ্দ দফা শর্তের বিরুদ্ধে প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর জোরালো এক লেখা প্রকাশিত হলে সেসময়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। আনন্দমঠ সম্বন্ধে একশ্রেণীর মুসলমানদের তীর বীতরাগের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের আদ আদর্শের অনুসারী না হয়েও মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানোয় নিরলস প্রয়াসী রেজাউল করীম ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর “বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ” গ্রন্থে লিখছেন, “কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমন করিয়াছেন?... ইসলামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতির প্রতি তিনি কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইসলাম বিদ্বেষী বা মুসলমানের শত্রু মনে করিবার কোন কারন থাকিতে পারে না”।

শিল্পকলাকে কেবলমাত্র শৈল্পিক মাপকাঠিতে বিচারের তত্ত্বে অনাগ্রহী বিদ্বজনদেরও সম্ভবত অজানা নয়, যে বঙ্কিমের এই উপন্যাস “আনন্দমঠ” সম্বন্ধে রেজাউল করীম আট দশক আগেই তাঁর ওই গ্রন্থে কি বলেছিলেন- আনন্দমঠ শুধু আনন্দ দেয় নাই, দিয়াছে প্রাণ, দিয়াছে উৎসাহ, প্রাণের পরতে পরতে ছুটাইয়াছে আগুনের ফোয়ারা। প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছে দেশাত্মবোধের মহান আদর্শ।... আনন্দমঠ না থাকলে পরবর্তী যুগের কোন আন্দোলন (যেমন স্বদেশী, হোমরুল, খিলাফত, অসহযোগ) সার্থক ও পূর্ণ হইত না... স্বদেশীযুগ হইতে এ পর্যন্ত জাতীয় জাগরনের জন্য যে সব আন্দোলন হইয়াছে, আনন্দমঠ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহার সবটাতে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।... আনন্দমঠের সুমধুর ‘‘বন্দেমাতরম’’ ধ্বনির তালেতালে জাতি ভেদাভেদ ভুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কর্তব্যের আহ্বানে-দেশের উদ্ধারের কাজে। আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্বিত করিয়াছে অমর বঙ্কিমচন্দ্রের একটিমাত্র সঙ্গীত বন্দেমাতরম। আবার ত্রিশের দশকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে চরম বঙ্কিম-বিদ্বেষে ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষে যখন কলকাতায় প্রকাশ্যে আনন্দমঠ পোড়ানো হয় উৎকট উল্লাসের মাকে, তখনও রেজাউল করীম একে মধ্যযুগের বর্বরতা আখ্যা দিয়ে গভীর দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, আহমদ ছফার বঙ্কিম বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা দেশেরই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকও, যাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদের উদ্যোগে “বত্তিমচন্দ্র: সার্ধশত জন্মবর্ষে” শীর্ষক যে অনুষ্ঠান হয় বিরোধিতা আসে তখনকার রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরসাদ আরো কিছু ব্যক্তি ও এমনকী কিছু সংবাদপত্রের থেকেও। প্রসঙ্গত, তাঁর একমাত্র সন্তান নিহত হন একটি জেহাদী গোষ্ঠীর হাতে ২০১৫-বা। যাহোক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রেকর্ডকৃত বক্তৃতা এবং আরো কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় “বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশতবর্ষে” নামে গ্রন্থ। এরই প্রতিক্রিয়ায় আহমদ ছফা লেখেন শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র। ফজলুল হক লিখছেন (ভোরের কাগজ সাময়িকী, ২৮ জুন, ২০২৪)- ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উদযাপনকালে কলকাতার গড়ের মাঠে মওলানা আক্রম খাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত “আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব” এবং ১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত আহমদ ছফার ‘‘শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র’’ অনুধাবন করলে বোঝা যায় ‘‘মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী’’ চিন্তাধারায় বঙ্কিম-বিদ্বেষ কত প্রবল। বলাই বাহুলা, প্রায় সওয়া শতক আগের বঙ্কিম-মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন বিংশ শতকের উপান্তের একটি রচনাকেধ্রুবসত্য জ্ঞানে বিক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করে সম্পন্ন হলে বিভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমকে বিচার করতে হবে তাঁর সমসাময়িক সমাজ ও কালের প্রেক্ষিতে সময়ের দাবিরও আবহে, আজকের দিনের নিরিখে যেমন নয় তেমনই নয় গত নব্বই দশকের পড়শি দেশের আবহে। তখনকার বাংলাদেশের আবহ খানিকটা হয়ত আন্দাজ করা যায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের বাংলাদেশ। বাঙালি মানস, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা গ্রন্থে (২০০৭) গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণ থেকে বাংলাদেশে গত এক দশকে মৌলবাদের উত্থানে বাংলাদেশ, বাঙ্গালির রাষ্ট্র থেকে মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং ১৯৭৫-এর পর থেকে এ ধারণাটাই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে শাসক দলের তরফ থেকে তো, বিদেশি প্রচার মাধ্যমেও যে এটি মুসলমানেরই আবাসভূমি। উল্লেখ্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদকে উদ্ধৃত করে ড মামুন লিখেছেন- তালাল আসাদ নির্ধাবিত মাপকাঠিতে বর্তমান বাংলাদেশকে বিচার করলে অবশ্যই আধুনিক বলা যাবে না, বরং ১৯৭১-এর বাংলাদেশ সে মাপকাঠিতে হয়ত উতরে যেতে পারে।

অধ্যাপক ফজলুল হক আরও বলেছেন, আমার ধারণা, স্বাধীন মূল্যবোধ ও যুক্তি অবলম্বন করে ইতিহাসবিচার করলে এবং বঙ্কিমের উপযোগিতা বুঝতে চাইলে এই বঙ্কিম বিদ্বেষ থাকবে না। ওই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আরও বলেছেন যে বাংলাদেশে উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্কিম চন্দ্রের পুনপঠি আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ একথা স্বীকার করে নিয়েও বঙ্কিম হিন্দু জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বিচার করতে গেলে দেখা যাবে তাঁর চিন্তা যতটা ধর্মীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতান্ত্রিক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় থেকে রাজনৈতিকভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ নিয়ে সামনে আসতে থাকে। তখন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির কারণে ও প্রভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মানবতান্ত্রিক দিকটি বহুলাংশে চাপা পড়ে যায়। আহমদ ছফার “শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র”-এই নামটি স্বাধীন বাংলাদেশের এক ধারার লোকদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছে। তারা যে বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা আহমদ ছফার চিন্তাকে ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। তাদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল। অথচ বত্তিমচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁর উপন্যাসে যে অসংখ্য মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার অভিযোগ কেবল অসত্য অনৈতিক নয় এর দ্বারা নিজ মনের ধর্মীয় কলুষতার প্রকাশই ঘটে।

এ বঙ্গেও পরিকল্পিত (অপ) প্রয়াসের ক্ষান্তি নেই আজও। একাজে কখনও ঢাল করা হয় বদ্বিম-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উক্তিকে কখনো প্রেক্ষিত বিচারে অমনোযোগে মীর মোসারফ হোসেনের “বিষাদসিন্দু”র মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাসূচক মন্তব্যেরও অপব্যাখ্যায়। অথচ বদরুদ্দীন উমরের “মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন” প্রবন্ধ কিংবা গবেষক রফিউদ্দিন আহমেদের The Bengal Muslims ১৮৭১-১৯০৬. A quest for identity গবেষণামূলক গ্রন্থে ঋদ্ধ অনেকেরই স্মরণে আসতে পারে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রও কত আগেই তো বলেছিলেন, যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমন গর্ব থাকিবে যে, তাহারা ভিন্নদেশীয়, বাংলা ভাষ্য তাদের ভাষা নহে, তাহারা বাংলা লিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করাইবেন ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

(সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করল 'বাংলার সোনা'

আগরতলা, ২৯ জুন।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বাংলার গর্ব ও স্বর্ণসম ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে শুরু করল এক বিশেষ সম্মাননা 'বাংলার সোনা'।

এই সম্মাননার প্রথম প্রাপক হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দেবজ্যোতি মিশ্র। রবিবার, ২৮ জুন, কলকাতার রবীন্দ্র সদন-এ তাঁর সঙ্গীতজগতের ত্রিশ বছরের পথচলার উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

'রবির আলোয় সত্যজিৎ' দেবজ্যোতি মিশ্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আলোর ছটা কীভাবে সত্যজিৎ রায়-এর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তার এক অনন্য সৃজনশীল উপস্থাপনা। অনুষ্ঠানে দেবজ্যোতি মিশ্রের বাদনের সাথে সাথে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, জয়তী চক্রবর্তী, উপল সেনগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায় এবং অন্বেষা দত্ত গুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী তনুশ্রী শঙ্কর এর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেবজ্যোতি মিশ্রের হাতে 'বাংলার সোনা' সম্মান তুলে দেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা, শ্রীকান্ত আচার্য এবং জয়তী চক্রবর্তী।

দেবজ্যোতি মিশ্র একজন অসাধারণ বেহালাবাদক। পাশাপাশি তিনি একাধিক বাদ্যযন্ত্রেও সমান দক্ষ এবং তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষরধর্মী সুরসৃষ্টির জন্য দেশ-বিদেশে সমাদৃত। বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের স্মরণীয় আবহসঙ্গীত এবং বিশ্বসঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট সুরকার হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন,

"'বাংলার সোনা' সম্মান পেয়ে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। এই আন্তরিক উদ্যোগের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে ধন্যবাদ জানাই। আমার কাছে এই সম্মান মানুষের ভালোবাসা ও স্বীকৃতির এক প্রতীক।"

শ্রীকান্ত আচার্য বলেন, "দেবজ্যোতি মিশ্রের হাতে 'বাংলার সোনা' সম্মান তুলে দেওয়ার অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি এই সম্মানের প্রকৃত যোগ্য।"

জয়তী চক্রবর্তী বলেন "উৎকর্ষকে সম্মান জানাতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই অভিনব উদ্যোগকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

অর্পিতা সাহা, ডিরেক্টর, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বলেন, "দেবজ্যোতি মিশ্রকে 'বাংলার সোনা' সম্মান দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। তিনি সত্যিই সোনার মতো মূল্যবান একজন শিল্পী। আমরা তাঁর আগামী দিনের সাফল্য আরও উজ্জ্বল হোক এবং তাঁর প্রতিভার দীপ্তি আরও ছড়িয়ে পড়ুক এই শুভকামনাই জানাই।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের 'বাংলার সোনা' সম্মাননার এই প্রথম অধ্যায়ের পর ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বর্ণসম অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের এই সম্মানে ভূষিত করা হবে, এই অঙ্গীকারের সাথে এই সুন্দর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স'র 'স্বর্ণ বর্ষা ২০২৬'-এর রজত জয়ন্তী

আগরতলা, ২৯ জুন।। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজ ২৯ জুন ২০২৬ তারিখে আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে 'স্বর্ণ বর্ষা২০২৬'-এর ২৫তম (রজত জয়ন্তী) আনুষ্ঠানিক সূচনা করল।স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর এই বার্ষিক জুয়েলারি উৎসব ১ জুলাই থেকে২৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উৎসব উপলক্ষে থাকছেআকর্ষণীয় অফার, নতুন ডিজাইনের গয়নার বিশাল সম্ভার এবংগ্রাহকদের জন্য একাধিক বিশেষ সুবিধা।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ 'স্বর্ণ বর্ষা'-ররজত জয়ন্তী সংস্করণের শুভ উদ্বোধন করেন। এই বিশেষ মুহূর্তে তিনিপবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েসকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এবারের স্বর্ণ বর্ষা ২০২৬-এ গ্রাহকদের জন্য রয়েছে ডায়মন্ডজুয়েলারির মেকিং চার্জে ১০০ু ছাড়, সোনার গয়নার মেকিংচার্জে ৩০ু ছাড়, আপনার পুরোনো সোনা নিয়ে আসুন এবংআপনার সামনেই স্বচ্ছভাবে বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার পর তার প্রকৃতমূল্যে নতুন সোনার গয়নার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করুন। প্রতিটিকেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, এবং বিশেষ গোল্ড রেট প্রোটেকশনপ্রি-বুকিং স্কিম।

এই বিশেষ প্রি-বুকিং স্কিমের মাধ্যমে গ্রাহকরা শোরুমে থাকা যেকোনোগয়না মাত্র ২৫ু অগ্রিম প্রদান করে বুক করতে পারবেন। বুকিংয়েরতারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে গয়না সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াওবুকিংয়ের দিন এবং ডেলিভারির দিনের মধ্যে যে দিনের সোনার দামকম থাকবে, সেই দামেই গয়না কেনার সুযোগ পাবেন। ফলে সোনারদামের ওঠানামা নিয়ে কোনো উদ্বেগ ছাড়াই গ্রাহকরা সর্বোচ্চ সুবিধাউপভোগ করতে পারবেন।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর পরিচালক শ্রী জয় নাগ এবারের উৎসবেনতুন লাইটওয়েট ও আল্ট্রা-লাইটওয়েট গোল্ড জুয়েলারিকালেকশন উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে পরিচালক শ্রী দিবাকর নাগবিশেষ গ্র্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলারি শোকেস-এর উদ্বোধন করেন, যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে এক্সক্লুসিভ ডায়মন্ড জুয়েলারির সম্ভার উপলব্ধথাকবে। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এ ১৪ ক্যারেট ও ১৮ ক্যারেট সোনায়তৈরি বিভিন্ন ডিজাইন ও বাজেটের উপযোগী ডায়মন্ড জুয়েলারিরসমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর ব্র্যান্ড ম্যানেজার শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তীত্রিপুরাবাসীকে 'স্বর্ণ বর্ষা ২০২৬'-এর রজত জয়ন্তী উৎসবেঅংশগ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানান। তিনি গত ২৫ বছরেগ্রাহকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, গ্রাহকদের এই আস্থা ও সমর্থনের কারণেইস্বর্ণ বর্ষা আজ ত্রিপুরার অন্যতম প্রতীক্ষিত বার্ষিক জুয়েলারি উৎসবেপরিণত হয়েছে।উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ১ জুলাই — ২৫ জুলাই ২০২৬ ডায়মন্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে ১০০শতাংশছাড়, সোনার গয়নার মেকিং চার্জে ৩০ শতাংশ ছাড়, আপনার পুরোনো সোনা নিয়ে আসুন এবং আপনার সামনেইস্বচ্ছভাবে বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার পর তার প্রকৃত মূল্যে নতুনসোনার গয়নার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করুন।

গোল্ড রেট প্রোটেকশন প্রি-বুকিং স্কিম (শুধুমাত্র শোরুমেউপলব্ধ গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২৫ শতাংশ অগ্রিম প্রদানআবশ্যক।) প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার গ্র্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলারি শোকেস

এক্সক্লুসিভ লাইটওয়েট ও আল্ট্রা-লাইটওয়েট গোল্ডজুয়েলারি কালেকশন

উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন শোরুম খোলা থাকবে

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আন্তরিকভাবে ত্রিপুরাবাসীকে 'স্বর্ণ বর্ষা ২০২৬'-এর রজত জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একছাদের নিচে উপভোগ করুন এক্সক্লুসিভ গয়নার সম্ভার, আকর্ষণীয়অফার এবং উৎসবের সেরা সঞ্চয়ের সুযোগ।

দীর্ঘ ৮ বছরের অচলাবস্থার অবসান, পুনরায় খুলল ধর্মনগরের টিজিটিএ অফিস; নতুন উদ্যমে আন্দোলনের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুন: দীর্ঘ আট বছরের অচলাবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার অধ্যায় পেরিয়ে অবশেষে পুনরায় খুলে দেওয়া হলো ধর্মনগরের ডিএনভি রোডে অবস্থিত টিজিটিএ-র কার্যালয়। রবিবার সকালে সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক রূপক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সদস্য, সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকা অফিসের তালা খোলা হয়। এই ঘটনাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে 'ঐতিহাসিক' এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের দিন' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।সংগঠনের দাবি, ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ধর্মনগরে রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা টিজিটিএ কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং জোরপূর্বক অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে এলাকায় বিরাজমান ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশের কারণে সংগঠনের সদস্যরা আর কার্যালয়টি খুলতে পারেননি। ফলে দীর্ঘ আট বছর ধরে কার্যত অচল হয়ে পড়ে সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস।রবিবার তালা খোলার পর সারাদিন ধরে কার্যালয় ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এরপর সংগঠনের পতাকা দিয়ে কার্যালয়টি সাজিয়ে তোলা হয়। দীর্ঘ আট বছর পর আবারও অফিস প্রাঙ্গণে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনকে ঘিরে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।এদিন রূপক ভট্টাচার্য্য বলেন, দীর্ঘদিন কার্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া, অধিকার রক্ষা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে এখন থেকে এই কার্যালয়কে কেন্দ্র করেই শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন আরও শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও এই অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে টিজিটিএ কার্যালয়ের পুনরায় চালু হওয়ায় শিক্ষক মহলে স্বস্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। সংগঠনের নেতৃত্বের মতে, এটি শুধু একটি অফিস পুনরায় খোলার ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনা।

সংশোধন

● প্রথম পাতার পর

পর্যায়ে ভোটারদের কোনও ধরনের সহায়ক নথি জমা দিতে হবে না। শুধু সঠিকভাবে পূরণ করা স্ব-ঘোষণাপত্র জমা দিলেই হবে।বারনওয়াল বলেন, 'প্রাথমিক গণনার সময় ভোটারদের শুধু পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ফর্মের ভিত্তিতেই কাজ সম্পন্ন হবে।'তিনি আরও জানান, অল্প কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।ভোটারদের আশ্বস্ত করে ডেপুটি কমিশনার বলেন, বুথ লেভেল অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত ১১ ধরনের নথির তালিকার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ না রাখেন।তিনি বলেন, 'গির্জার শংসাপত্র হোক বা গ্রামের প্রধানের শংসাপত্রসব ধরনের নথিই গ্রহণ করা হবে। পরে নির্বাচনী নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক প্রতিটি মামলার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।'বারনওয়াল জোর দিয়ে বলেন, এই বিশেষ সংশোধন অভিযানের উদ্দেশ্য কোনও যোগ্য ভোটারকে বাদ দেওয়া নয়, বরং একটি নির্ভুল, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা তৈরি করা।সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'দয়া করে ভয় পাবেন না। প্রশাসন আপনাদের পাশে রয়েছে। একই প্রশ্ন শতবার করলেও আমরা উত্তর দিতে প্রস্তুত। তবে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'তিনি আরও জানান, ভোটাররা এই প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত হেল্পলাইন এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকেও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে পারবেন।

প্রতিমার

● প্রথম পাতার পর

গোটা সমাজের কাছেই এক অনুপ্রেরণার নাম। তাঁর এই নিষ্ঠা ও শিক্ষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা শিক্ষকতার মহান আদর্শকে আরও একবার তুলে ধরেছে।

আন্দিছড়ার বিকল সুইচগেট ভেঙে ফেলার দাবিতে সরব কৃষকরা, প্রতিবছর প্লাবিত হচ্ছে প্রায় এক হাজার কানি জমি

আগরতলা, ২৯ জুন: দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকা আন্দিছড়ার সুইচগেট ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সরব হয়েছেন লালসিং মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকরা। তাদের অভিযোগ, সুইচগেটটি অকেজো হয়ে পড়ায় প্রতি বর্ষায় ছড়ার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং এর ফলে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, লালসিং মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিখরিয়া ও রাঙ্গামাটি এলাকার মধ্যবর্তী আন্দিছড়ার উপর নির্মিত সুইচগেটটি দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় রয়েছে। ফলে বর্ষাকালে ছড়ার জল নির্ধারিত পথে প্রবাহিত হতে না পেরে আশপাশের প্রায় এক হাজার কানি ধানখেতের উপর দিয়ে বয়ে যায়। এতে প্রতিবছরই কৃষকদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কৃষকদের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও আজ পর্যন্ত স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্ষা এলেই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবং ফসল নষ্ট হওয়ায় কৃষকরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছেন। অবিলম্বে বিকল সুইচগেটটি ভেঙে নতুন ও কার্যকর জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। তাদের আশা, দ্রুত প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যতে কৃষিজমি প্লাবিত হওয়ার সমস্যা থেকে স্থায়ী সমাধান মিলবে।

প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচিকে সামনে রেখে ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুন: প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচিকে সামনে রেখে ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটি, ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে বিলোনীয়া মহকুমা জুড়ে বাজার সভা,মিছিল,ও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি করে চলছে।

তারই অঙ্গ হিসাবে রবিবার বিলোনীয়া মহকুমা ঋষ্যমুখ বিধানসভার রতনপুর বাজারে ডিওয়াইএফ, টিওয়াইএফ এর ডাকে নেশার বিরুদ্ধে, কর্মসংস্থানের দাবীতে, উপজাতি এলাকার স্কুল সমূহে শিক্ষকের দাবীতে, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি বিরুদ্ধে মিছিল ও বাজার সভা সংগঠিত করে। মিছিল রতন পুর বজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদ্ম ত্রিপুরা, মৃদুল শীল, সনয় সরকার তিন জন কে নিয়ে সভাপতি মন্ডলি তৈরী করে শুরু হয় সভার কাজ।

সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা ব্যনারে উল্লেখিত পাঁচ দফা দাবীর উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন।বামপন্থী যুব সংগঠনের আয়োজিত কর্মসূচি তে ছিলেন যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, গৌতম সেন, সুবীর ত্রিপুরা, প্রসেনজিৎ বৈদ্য, প্রণব চক্রবর্তী। উপস্থিত রয়েছেন দুই বিধায়ক শ্রী দীপংকর সেন ও শ্রী অশোক মিত্র, গন আন্দোলনের নেতা বিজয় তিলক, আশীষ দত্ত, বাবুল দেবনাথ, কৃষ্ণ চৌধুরী, অমল চৌধুরী ত্রিপুরা। বাজার সভায় বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফ বিভাগীয় সম্পাদক কমরেড গৌতম সেন, টিওয়াইএফ মহকুমা সম্পাদক সুবীর ত্রিপুরা, বিধায়ক দীপংকর সেন ও বিধায়ক অশোক মিত্র।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক শিশু কল্যাণ ব্যবস্থাকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার উপরই নয়, বরং দক্ষতা উন্নয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরিদর্শনকালে তিনি নারী ও শিশুদের কল্যাণে পরিচালিত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কার্যকারিতা আরও উন্নত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আজ সকালে উদয়পুরের মাতাবাড়িতে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজার্চনা করেন। তিনি বলেন, শক্তিপীঠ ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে এসে এক অনন্য শান্তি অনুভব হয়। তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে সমগ্র বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানুষের কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করেন।এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদয়পুরের টেপানিয়ায় অবস্থিত সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানে নারী নির্যাতনের শিকার ও সংকটাপন্ন মহিলাদের জন্য চালু বিভিন্ন পরিষেবা, পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং নারী সুরক্ষায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আগরতলা সরকারি অতিথিশালায় এক পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, চাইল্ড রাইট কমিশনের চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মা, রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চক্রবর্তী, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অজিত কুমার, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। পর্যালোচনা সভায় সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০, পিএম জনমন, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্টি উপহার, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী পোষণ অভিযান, মিশন শক্তি স্কিম, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, চাইল্ড ম্যারেজ, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা, বাৎসল্য মিশন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া নির্মীয়মান বিভিন্ন কাজের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, শিশুদের সঠিকভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে বিকশিত ভারত এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে আমরা সফল হব। বাল্যবিবাহ এবং মাদক ব্যবহার সামাজিক ব্যাধি। তাকে পেছনে ফেলে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, চাইল্ড ম্যারেজ এবং নেশা প্রতিহত করতে আরো বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে হবে। সরকার দেশজুড়ে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আরো বলেন, সরকার যাদের জন্য পরিকল্পনা এবং যোজনা গ্রহণ করেছে তাদের কাছে এই সুযোগ পৌঁছানোর মাধ্যমেই রাজ্য এবং দেশ এগিয়ে যাবে। তাহলেই বিকশিত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের কাজ সম্পন্ন হবে।পর্যালোচনা বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহিলা ও শিশু কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ত্রিপুরা সরকার সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। নেশা মুক্ত ভারত গঠনেও ত্রিপুরা সরকার বলিষ্ঠ প্রয়াস নিয়েছে।আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণী মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতকারের সময় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়ও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আগামীকাল ৩০ জুন মঙ্গলবার সিপাহীজলা জেলায় নীরমহল পরিদর্শন করবেন এবং ঐ জেলাতেই মহিলা স-স্বহায়ক সদস্যাদের মতবিনিময় করবেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

ছয় বছর আগে গৌরাঙ্গটিলা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ নাথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিমা নাথ চৌধুরীর সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। অভিযোগ, ২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল পারিবারিক বিবাদের জেরে অভিযুক্ত কাঠের বস্তু দিয়ে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করেন। এতে প্রতিমা নাথ চৌধুরীর মাথায় গুরুতর আঘাত ও একাধিক হাড় ভেঙে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর কল্যাণপুর থানায় হত্যা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। মামলার তদন্ত করেন তৎকালীন কল্যাণপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সৌরভ দাস, যিনি বর্তমানে পশ্চিম জেলার এ.ডি. নগর থানায় কর্মরত। তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। বিচার চলাকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে।

বীরচন্দ্র মনুতে আইসক্রিমে পোকা ও ছত্রাকের অভিযোগ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

আগরতলা, ২৯ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু এলাকায় অবস্থিত 'আপন আইসক্রিম' ফ্যাক্টরির তৈরি আইসক্রিমে পোকা ও ছত্রাক পাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বীরচন্দ্র মনু বাজারে এক বিক্রেতার কাছ থেকে কয়েকজন ক্রেতা 'আপন আইসক্রিম' কিনে খাওয়ার সময় আইসক্রিমের ভেতরে পোকা এবং ছত্রাকজাতীয় দাগ দেখতে পান বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের দাবি, এই ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন অনিয়ম ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদনের অভিযোগ উঠেছিল। তবে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ।

রবিবার সংবাদমাধ্যম ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলে সেখানে উপস্থিত এক শ্রমিক জানান, কয়েকদিন বিদ্যুৎ না থাকায় সংরক্ষিত আইসক্রিম নষ্ট হয়ে পোকা বা ছত্রাক ধরতে পারে। তিনি আরও জানান, কয়েকদিন ধরে নতুন করে আইসক্রিম উৎপাদন হয়নি এবং পূর্বে তৈরি আইসক্রিমই বর্তমানে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ অবগত বলেও তিনি দাবি করেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই আইসক্রিম নিয়মিত স্কুলপড়ুয়া শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষ খেয়ে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে নিম্নমানের বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি আইসক্রিম বাজারজাত হলে জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। স্থানীয়দের আরও দাবি, শান্তিরবাজার মহকুমায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন আইসক্রিম কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্যের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করতে প্রশাসনের তৎপরতা প্রয়োজন। তাঁরা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আইসক্রিমে পোকা ও ছত্রাক পাওয়ার অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দিব্যাঙ্গ সন্তানের ভাতার দাবিতে সরকারের দ্বারস্থ দিনমজুর পরিবার

আগরতলা, ২৯ জুন: সদর মহকুমার কাঞ্চনমালা দাসপাড়া এলাকার এক দরিদ্র দিনমজুর পরিবারের দিব্যাঙ্গ সন্তানের জন্য সরকারি ভাতা না মেলায় চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটছে পরিবারটির। বহুবার আবেদন করার পরও ভাতা না পাওয়ায় অবশেষে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিশুটির মা।

জানা গেছে, কাঞ্চনমালা দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস পেশায় একজন দিনমজুর। তাঁর সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছেলে বিকাশ দাস জন্মগতভাবে দিব্যাঙ্গ। পরিবারের দাবি, বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। তার সরকারি প্রতিবন্ধী (দিব্যাঙ্গ) শংসাপত্রও রয়েছে।

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিশুটির মা মনিদীপা দাস আবেগাপ্লুত হয়ে জানান, সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী তাঁর স্বামী। দিনমজুরির সামান্য আয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি ছেলের চিকিৎসা ও পড়াশোনার খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, দিব্যাঙ্গ ভাতার জন্য একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি ভাতা মেলেনি। তাঁর দাবি, সরকার যদি তাঁর ছেলের জন্য দিব্যাঙ্গ ভাতার ব্যবস্থা করে, তাহলে চিকিৎসা ও শিক্ষার খরচ বহন করা অনেকটাই সহজ হবে।

শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের কাছে দ্রুত দিব্যাঙ্গ ভাতা মঞ্জুর করার আবেদন জানানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, সংবাদ প্রকাশের পর রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়টি কতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে এবং পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে জাতীয় টিকাকরণ দিবসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রত্যেক শিশুকে পোলিও-র হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে আজ পালিত হলো জাতীয় টিকাকরণ দিবস ২০২৬। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিম ভুবনবন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজন করা হয় রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠান। শিশুদের পোলিও-র মতো মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং দেশকে স্থায়ীভাবে পোলিও মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রত্যেক শিশুকে টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে এই টিকাকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্য সচিব ডা. শোভিক দেববর্মা। এই টিকাকরণ কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইমিউনাইজেশন আধিকারিক ডা. শ্রীবাস দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এন.এইচ.এম.)-এর যুগ্ম মিশন অধিকর্তা ডা. জুবিলি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ নির্ধারিত বয়সের শিশুদের মুখে ২ ফোটা পোলিও ডোজ খাইয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচিতে পশ্চিম ভুবনবন এলাকার ০-৫ বছর বয়সী শিশুরা টিকা গ্রহণ করেন।

এদিকে, ইন্টেন্সিফাইড পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন দিবস উপলক্ষে রবিবার থেকে মধ্য প্রতাপগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মধ্য প্রতাপগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ৫৮টি কেন্দ্রে পোলিও টিকা ও অন্যান্য নির্ধারিত টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে। প্রথম দিনেই বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিভাবকরা তাঁদের শিশুদের নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন এবং শিশুদের পোলিও টিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় টিকাকরণ করা হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, কোনো শিশু যদি নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারে, তবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের টিকাকরণ ও পোলিও টিকা প্রদান করা হবে, যাতে কোনো শিশুই এই কর্মসূচির বাইরে না থাকে।

এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। তিনি রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, মধ্য প্রতাপগড় এলাকার প্রায় ২১ হাজার ৩৩২টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮,৫০০ শিশুকে এই বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুখেন্দ্র নাথ, সিএমও অফিসের আধিকারিক প্রজিত সরকার, আইএস সদর, ডাঃ ডিমান শর্মা, মধ্য প্রতাপগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পোষা প্রাণী থেকে অনেক রোগ ছড়াতে পারে

নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসেবে পোষা প্রাণী পালন করা সারাবিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও পোষা প্রাণী হিসেবে বিড়াল ও কুকুর পালনের প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। ফলে পোষা প্রাণী বিষয়ক নানা ধরনের ক্লাবও গড়ে উঠেছে। অনেকে নিজেদের প্রিয় ব্যক্তির নাম অনুসারে প্রাণীর নামকরণও করছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে মানসিক চাপ কমে, হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিসহ নানা উপকার পাওয়া যায়। তবে অসর্তকতার কারণে পোষা প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পোষা প্রাণী পালনে যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে উদ্ভাবিত অধিকাংশ নতুন রোগই জুনোটিক, অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। পোষা প্রাণীর মাধ্যমেও নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। যেমন:

১. চর্মরোগ- সাধারণত মাইকোস্পোরাম গণের ছত্রাকের কারণে পোষা প্রাণীর দেহে চর্মরোগ দেখা যায়, যা 'দাদ' বা 'রিংওয়ার্ম' নামেও পরিচিত। যদি কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা ওই প্রাণী ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংস্পর্শে আসে, তাহলে এ রোগটি মানুষের দেহে ছড়াতে পারে। রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে হওয়ায় যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমন শিশু ও বয়স্কদের দেহে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

২. ডায়রিয়া- ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম গণের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পোষা প্রাণী মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত আক্রান্ত প্রাণীর মলের সরাসরি সংস্পর্শে অথবা সেই মলের মাধ্যমে খাদ্যের উৎস দূষিত হলে রোগটি ছড়াতে পারে।

৩. গর্ভপাত- টক্সোপ্লাজমা গণের ধরনের প্রোটোজোয়ার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত হয়। এই জীবাণু পোষা প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রে বসবাস করে এবং মলের মাধ্যমে ছড়ায়। যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা আক্রান্ত প্রাণীর মলের সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা মলের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়, তাহলে তার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৪. গোলকৃমি- পোষাপ্রাণীর দেহে নানা ধরনের গোলকৃমি থাকতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি পোষা প্রাণীর মল বা বর্জ্যের সংস্পর্শে আসে, তাহলে ওই কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৫. আচঁড় জ্বর- এই সংক্রামক রোগটি বার্টোনেলা হেনসেলে নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। এটি পোষা প্রাণীর নখ ও লালায় থাকতে পারে। এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পোষা প্রাণী যদি মানুষকে আচঁড় বা কামড় দেয়, তবে এই রোগ হতে পারে। তবে আচঁড়ে যদি রক্তপাত না হয়, তাহলে সাধারণত সমস্যা হয় না। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর হয় এবং লিম্ফ নোড ফুলে যায়।

৬. জলাতঙ্ক- এই রোগটি রেবিজ ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়, যা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং নিগরি বডি তৈরি করে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি শতভাগ। সাধারণত আক্রান্ত কুকুর বা বিড়ালের কামড়ের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। কামড়ে রক্তপাত হলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

৭. ব্রুসেলোসিস ব্রুসেলা গণের ব্যাকটেরিয়ার কারণে পোষা প্রাণীর গর্ভপাত হয়। এই জীবাণু আক্রান্ত প্রাণীর দেহ থেকে কোনো ব্যক্তির প্রাকৃতিক রন্ধ্র বা কাটা জায়গা দিয়ে প্রবেশ করলে সংক্রমণ ঘটতে পারে। এই জীবাণুতে নারীরা আক্রান্ত হলে গর্ভপাত এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টিসের প্রদাহ ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৮.টিউবারকু লোসিস মাইকোব্যাকটেরিয়াম গণের জীবাণুর সংক্রমণে পোষা প্রাণী টিউবারকুলোসিস বা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। যদি কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসে বা শরীরের কাটা স্থানের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে, তাহলে তার সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে প্রাণী থেকে মানুষে এই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা বিরল।

৯. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জীবাণু- পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে তাদের দেহে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জীবাণু তৈরি হয়, যা পরে মানুষের দেহে প্রবেশ করে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

কিছু সচেতনতা মেনে চললেই পোষা প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ানো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন:

১. পোষা প্রাণীকে নিয়মিত ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক দিতে হবে। ২. চর্মরোগ (দাদ) দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। ৩. অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৪. ব্রুসেলোসিসে আক্রান্ত প্রাণীকে খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। ৫. প্রাণীর সংস্পর্শে আসার পর ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ৬. পোষা প্রাণীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ৭. পোষা প্রাণীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে এবং বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হবে।

শিশুদের চোখে বিপদ বাড়াচ্ছে স্মার্টফোন

স্মার্টফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বেশিরভাগ শিশুই এখন চশমা ব্যবহার করছে। দিন দিন এ সমস্যা আরও বাড়ছে। এখন একটু সচ্ছল অভিভাবকরাও শিশুকে স্মার্টফোন কিনে দেন। চিকিৎসকরা বলছেন, করোনা পরিস্থিতিতে শিশুরা চোখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলোতে অনলাইনে পড়াশুনার কারণে শিশুদের মধ্যে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুদের মাইনাস পাওয়ার আগেও ছিল। কম্পিউটার বা স্মার্টফোন সবই কাছ থেকে দেখতে হয়। দূরের জিনিস দেখার প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে দূরের জিনিস দেখার অনভ্যাসে মাইনাস পাওয়ারের প্রবণতা আরও বাড়ছে। তিনি বলেন, বাচ্চাদের চোখে জ্বালা, পানি পড়া বা তা শুকিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা আগে ছিল না। এখন হয়েছে। আগে রোগী কম ছিল এখন বেড়ে গেছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ক্লাসে বাচ্চারা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে না পেলে শিক্ষককে জানাত। ফলে চোখে সমস্যা হলে শুরুতেই ধরা পড়ত। এখন বাবা-মা সন্তানদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন চোখের সমস্যা অনেকটা বেড়ে যাওয়ার পরে। বিশেষজ্ঞরা বলেন অন্তত দু'ঘণ্টা বাচ্চাদের বাইরে খেলতে দিতে হবে। এতে তাদের চোখের মাইনাস পাওয়ার বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। কম্পিউটারের ব্যবহার কমানো, চোখে পানির ঝাপটা দেওয়া ইত্যাদির ওপরেও জোর দিয়েছেন তারা। কথায় কথায় বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া ঠিক না। চোখের রোগ এড়াতে চার থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের বছরে একবার চক্ষু পরীক্ষা করা জরুরি পরামর্শ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের। স্কুলে আগে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা করা হত।

করোনাকালীন সময় থেকে তা বন্ধ। শিশুরা অনেকটা সময় কাটাচ্ছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইলের সঙ্গে। ফলে তাদের 'কম্পিউটার ভিসন সিনড্রোম' দেখা দিচ্ছে। আগে ১০০ জন রোগীর মধ্যে তিন-চার জনের মধ্যে এটা পাওয়া যেত। এখন এই রোগ ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ দেখতে হয় কাছ থেকে। তাতে বেশি জোর পড়ায় চোখের সিলিয়ারি মাসল দুর্বল হয়ে যায়। অনলাইন পাঠে ওই মাসলকে খাটতে হচ্ছে বেশি। ফলে ঝাপসা দেখা, মাথায়-চোখে ব্যথা, বমি ভাবের সমস্যা দেখা দিচ্ছে ছোটদের।

খাবার নয়, রান্নার ভুলেই বাড়ছে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি

ইদানীং অনিয়মিত জীবনযাপন, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, শরীরচর্চার অভাব সহ বিভিন্ন কারণে অল্প বয়সেও শরীরে বাসা বাঁধছে কোলেস্টেরল। শরীরে এলডিএল কোলেস্টরল বেড়ে গেলে রক্তনালীতে চর্বি জমতে শুরু করে। রক্তনালী সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ঝুঁকি বাড়ে হৃদরোগের। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়েটের উপরও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। সঙ্গে রান্নার পদ্ধতির উপর নজর দেওয়াও জরুরি।

ভারতে বহুল প্রচলিত হলুদ, রসুন, গোটা শস্য এবং মসুর ডালের মতো উপাদানগুলির স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে বিশেষ করে হৃদরোগের জন্য এগুলো বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। তবুও এদেশের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে এক জন কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। এমনকী যাঁরা প্রক্রিয়াজাত খাবার খুব একটা খান না, তাঁরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, খাবার নয়, রান্নার পদ্ধতি এবং ভুল খাদ্যাভাসের কারণে সমস্যা বাড়ছে।

আসলে ভারতীয় রান্নাঘরে হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে ঠিকই, তবে অতিরিক্ত রান্না, অতিরিক্ত ঘি ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার, ডিপ ফ্রায়েড এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করাই রোগের মূল কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর খাবারও ভুল রান্নার পদ্ধতির কারণে পুষ্টিগুণ হারিয়ে ফেলে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন- *একই তেল বার বার ব্যবহার করলে তা ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয় *স্ন্যাকস এবং মাংস অতিরিক্ত ভাজা *অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার *চাটনি, সস এবং মিষ্টিতে লুকানো চিনি কম খাওয়া *মালাই, ঘি এবং বনস্পতি থেকে অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট এইসব ভুল খাদ্যাভাসের সঙ্গে সারাদিন সক্রিয় না থাকা এবং বেশি রাতে খাওয়াদাওয়া কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দিতে পারে।

শরীরে "বিষ" ছড়িয়ে দেয় হেঁশেলের কিছু জিনিস

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বেশ কিছু সাধারণ গৃহস্থালি সামগ্রী রয়েছে যা আমরা খুব শখ ঘরে রাখি। কিন্তু তারই মধ্যে কয়েকটি জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। কারণ এই সামগ্রীগুলো ধীরে ধীরে শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। তাই যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি থেকে সেইসব জিনিস সরিয়ে ফেলাই শ্রেয়।

১. প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ডঃ প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ডে বারবার কাটাকাটি করার ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হতে পারে, যা খাবারের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে অনেক জটিল সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মত, কাঠ বা কাঁচের কাটিং বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। যদিও কাঠের বোর্ডে ব্যাকটেরিয়া জমার আশঙ্কা থাকে এবং কাঁচের বোর্ডে ছুরি ভোঁতা হতে পারে। তবে এই দুটি প্লাস্টিকের তুলনায় ভাল।

২. দাগ হওয়া নন-স্টিক প্যানঃ নন-স্টিক প্যানের উপর আঁচড় বা দাগ থাকলে তা থেকে পিএফএএস নামক রাসায়নিক নির্গত হয়, যা স্বাস্থ্যের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে স্টেইনলেস স্টিল বা কাস্ট আয়রনের পাত্র ব্যবহার করা নিরাপদ এবং টেকসই।

৩. প্লাস্টিকের পাত্রঃ প্লাস্টিকের পাত্র, বিশেষ করে যেগুলি পুরনো বা গরম খাবার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে বিপিএ বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক নির্গত হতে পারে। এই রাসায়নিকগুলি হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মত, কাচ বা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্র ব্যবহার করা উচিত।

৪. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলঃ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অ্যাসিডিক খাবারের সঙ্গে বা বেশি তাপমাত্রায় ব্যবহার করলে খাবারে ধাতু ঢুকে যেতে পারে। যা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে স্নায়বিক সমস্যা এবং আলঝাইমারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পরিবর্তে বেকিংয়ের জন্য পার্চমেন্ট পেপার এবং পুনরায় গরম ও সংরক্ষণের জন্য কাচ বা সিলিকন পাত্র ব্যবহার করতে পারেন।

৫. প্লাস্টিকের রান্নার পাত্রঃ তাপের সংস্পর্শে এলে প্লাস্টিকের স্প্যাটুলা এবং চামচ থেকে অগ্নি প্রতিরোধক, রঞ্জক এবং মাইক্রোপ্লাস্টিকের মতো বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হতে পারে। এগুলো খাবারে প্রবেশ করে শরীরে জমা হতে পারে, যা প্রদাহ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষাক্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বদলে কাঠ, বাঁশ অথবা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্র ব্যবহার করুন। এগুলো যেমন নিরাপদ, তেমন টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধবও।

বর্ষায় নাছোড় বৃষ্টি, সঙ্গে ত্বকেও নিত্য সমস্যা

বর্ষা ব্যাপারটা এমনিতে বেশ রোমান্টিক। জানলার বাইরে অবিরাম বর্ষণ। কখনও টিপটিপ, কখনও ঝিরঝির, কখনও ঝমঝম। এমন দিনগুলোয় বারান্দায় এক কাপ কফি নিয়ে বসতে কিংবা চা-পকোড়া সহযোগে আড্ডা জমাতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু যদি জল-কাদায় বেরোতে হয় নিয়মিত? তখন কি ততটাও ভাল লাগে? আর প্যাচপেচে গরমের সঙ্গে নাছোড় বৃষ্টিতে বেরোনোর চক্করে ভিজে গিয়ে কিংবা সিন্থেটিক জামাকাপড়ের কল্যাণে যদি ত্বকের সমস্যাও ঘ্যানঘেনে হয়ে দাঁড়ায়, তবে তো কথাই নেই! সবে ঘনিয়েছে বৃষ্টির মরশুম। এই বেলা তবে জেনে নিন বর্ষার দিনে সাধারণভাবে কী কী সমস্যায় ভুগতে পারে আপনার ত্বক। আর কী করেই বা তার থেকে রেহাই মিলতে পারে।

ফাঙ্গাল ইনফেকশন - এ মরসুমে বৃষ্টি লেগেই থাকে। গরমও যে কমে, এমনটা কিন্তু নয়। বাড়তি আর্দ্রতার কারণে ঘামও হয় বেশি। সব মিলিয়ে প্যাচপেচে আবহাওয়ায় ত্বকে আক্রমণ শানায় ফাঙ্গাল ইনফেকশন। শরীরের ভাঁজে, যেমন বগল, কুঁচকি, স্তনের নীচের অংশ বা পায়ের আঙুলের খাঁজে দেখা দিতে পারে ছত্রাকের সংক্রমণ। তার জেরে চুলকানি বা ঘা হতে পারে। বৃষ্টির দিনে ভেজা জামাকাপড় সহজে শুকোনোর ভাবনায় সিন্থেটিক পোশাক পরার দিকেই ঝোঁকেন মানুষ। তাতে সমস্যা বাড়ে। ফলে এ সময়টায় ঢোলা সুতির পোশাক পরলে, শরীরের ভাঁজের অংশগুলোকে যথাসম্ভব শুকনো রাখতে পারলে এ সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে অনেকটাই। ঘাম থেকে র‍্যাশ — গরমে, অত্যধিক আর্দতায়, সিন্থেটিক জামাকাপড়ের কারণে বর্ষার দিনগুলোয় বড্ড ঘাম হয়। সেই ঘাম বসে গায়ের নানা জায়গায় লালচে র‍্যাশ বেরোতে পারে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিতরে ভিতরে জ্বর হয়ে থাকলেও অনেক সময়ে এই ধরনের র‍্যাশ দেখা দেয়। ঠান্ডা পরিবেশে, খোলামেলা ঘরে তা আবার আস্তে আস্তে উপশম হয়। এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরুন এবং যথাসম্ভব ঠান্ডা পরিবেশে, এসিতে, ঠিকমতো হাওয়া চলাচলের উপযোগী খোলামেলা ঘরে সময় কাটান।

বগলের দুর্গন্ধ — বাড়তি ঘাম এই মরসুমের একটা সমস্যা। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা ঘাম নানা ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত বগলে জমে থাকা ঘাম দুর্গন্ধ তৈরি করে। যা আপনার নিজের তো বটেই, আশপাশে থাকা মানুষেরও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারেন। এই সমস্যা মেটাতে অনেকেই ডিওডোরান্টকে হাতিয়ার করেন। তবে কারও কারও ডিওডোরান্ট থেকে অ্যালার্জি এবং তার জেরে চুলকানির সমস্যাও তৈরি হয়ে যায়। শরীরে ঘাম জমে যাওয়া আটকাতে তাই বরং আস্থা রাখুন ঢিলেঢালা সুতির পোশাকে।

ব্রণ — আর্দতা বেশি এবং মুখের ত্বকে ঘাম বসার কারণে বর্ষার দিনগুলোয় বড্ড ভোগায় ব্রণ। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁদের সমস্যা তো আরওই বেশি। এর থেকে রেহাই পেতে ত্বক পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। সমস্যা বাড়লে অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এগজিমা --- অত্যধিক আর্দতা এবং ঘাম ত্বকে এগজিমার মতো সমস্যা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ত্বকে দেখা দেয় লাল র‍্যাশ এবং চুলকানি। বিশেষত যাঁরা এ সমস্যায় আগে ভুগেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝামেলা আরও বেশি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা জরুরি। তাই ত্বক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে ভুলবেন না।

বৃষ্টিভেজা দিনগুলোয় ত্বককে ভাল রাখতে তাই কিছু পরিচর্যার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন, ত্বক সবসময়ে পরিষ্কার রাখুন। ত্বকের বাড়তি তেল, ঘাম, ধুলোময়লা সাফ করতে দু'বেলা ক্লেনজার ব্যবহার উপযোগী। ঘন ঘন মুখে হাত দেবেন না। এতে ত্বকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে।

নিয়মিত এক্সফোলিয়েশন করুন। মরা কোষের পরত সরে ত্বক ঝলমলে দেখাবে।

ত্বকের নির্দিষ্ট আর্দতা বজায় রাখা জরুরি। এই সময়টায় বেছে নিন হাল্কা ময়শ্চারাইজার, যা তেলতেলে ভাব ছাড়াই ত্বককে প্রয়োজনীয় আর্দতা জোগাবে। এ ছাড়াও ঘামঝরা শরীরে আর্দতা যথাযথ রাখতে ঠিক মতো জল, জলীয় ফল খান।

ত্বককে যথাসম্ভব শুকনো রাখুন। হাল্কা, আরামদায়ক পোশাক পরার পাশাপাশি ছাতা-রেনকোট ব্যবহার, এবং ত্বককে ঘাম থেকে রেহাই দিতে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করুন।

চড়া এবং ভারী মেকআপ এড়িয়ে যান যতটা পারেন। রোদ না থাকলেও এ সময়টায় ইউভি রে কিন্তু সক্রিয় থাকে। তাই বাইরে বেরোলে অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। এ মরসুমে ত্বকের যত্নে বা ছোটখাট সমস্যায় ঘরোয়া উপকরণই ভাল। রোজকার খাওয়াদাওয়া এবং ত্বক পরিচর্যার উপকরণে রাখুন অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন। তা আপনার ত্বককে করে তুলবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

ঠিকমতো যত্ন নিলে মেঘ-বৃষ্টিতে আঁধার হয়ে থাকা দিনগুলোতেও ঝলমলে থাকবে আপনার ত্বক। আপনিও থাকবেন নিশ্চিন্ত।

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নানা খনিজ ও পুষ্টিকর উপাদান থাকে বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে। কিন্তু খেয়াল খুশি মতো যে কোনও ফল খেলেই হবে না। কোন ফলের সঙ্গে কোন ফল কিংবা খাবার খেলে সমস্যা হতে পারে, তা জেনে রাখা জরুরি। নাহলে অজান্তেই মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

পেঁপে ও লেবু-বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু ও পেঁপে একসঙ্গে মিশে রক্তে হিমোগ্লোবিন সংক্রান্ত সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকী রক্তাল্পতার সমস্যারও ঝুঁকি বাড়াতে পারে লেবু ও পেঁপের মিশ্রণ।

কমলালেবু ও গাজর-কমলালেবু ও গাজর একসঙ্গে খেলে লিভারের সঙ্গে জড়িত সমস্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বাড়তে পারে বুক জ্বালা, পিত্তের সমস্যাও।

পেঁয়ারা ও কলা-একসঙ্গে পেয়ারা ও কলা খাওয়ার ভুল করবেন না। চিকিৎসকদের মতে, এই দুই ফল একসঙ্গে খেলে পেটে গ্যাস হতে পারে। আচমকা শুরু হতে পারে মাথাব্যথাও।

কলা ও পুডিং-কলার সঙ্গে পুডিং খেলে শরীরে তা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। বিশেষ করে বাচ্চাদের এই দুটি খাবার একসঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

দুধ ও কমলালেবু- স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কমলালেবুর সঙ্গে দুধ খাওয়া। কমলালেবুতে উপস্থিত অ্যাসিড শরীরের স্টার্চ হজমে সাহায্যকারী উৎসেচক নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, দুধের

সঙ্গে কমলালেবু খেলে বুকে কফ জমতে পারে।

আনারস ও দুধ-আনারসে উপস্থিত ব্রোমেলেন নামক উপাদান দুধের সঙ্গে মিশে শরীরে বড়সড় ক্ষতি করতে পারে। আনারস ও দুধের মিশ্রণের কারণে গ্যাস, গা গোলানো, ইনফেকশান, মাথা ব্যথা এবং পেটব্যথার সমস্যায় ভুগতে পারেন।

ফল ও মিষ্টি-ফলের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ার পরামর্শ দেন না চিকিৎসকরা। এই দুই খাবার হজম প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে অ্যাসিডিটি, মাথা ব্যথার মতো সমস্যা বাড়তে পারে।

ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে অস্থায়ীভাবে চিকিৎসাসেবার অনুমতি পেলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

আগরতলা, ২৯ জুন: বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. প্রাণ গোপাল দত্তকে আগরতলার ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে স্বেচ্ছাসেবামূলক ক্লিনিক্যাল পরিষেবা প্রদানের জন্য অস্থায়ী অনুমতি দিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন আইন, ২০১৯-এর ৩৪ নম্বর ধারার আওতায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এনএমসির এথিক্স অ্যান্ড মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ডের জারি করা অনুমতিপত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিক ডা. প্রাণ গোপাল দত্তকে আগরতলার রাণীখামার-মধুবন এলাকার রামকৃষ্ণপুরস্থিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবামূলক চিকিৎসাসেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুমতির মেয়াদ ১৩ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পর নতুন অনুমোদন না পেলে এই অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে। পাশাপাশি এনএমসি কিছু শর্তও আরোপ করেছে। কর্মসূচির সময়সূচি বা মেয়াদে কোনো পরিবর্তন হলে তা কমিশনকে আগাম জানাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব নিয়ম মেনে চলতে হবে।

এনএমসির নির্দেশিকা অনুযায়ী, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সঞ্জয় নাথ রোগীর চিকিৎসা, আইনগত বিষয় এবং কমিশনের নির্ধারিত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণের দায়িত্বে থাকবেন।

এদিকে, ত্রিপুরা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিলও ডা. প্রাণ গোপাল দত্তের নামে একটি অস্থায়ী নিবন্ধন শংসাপত্র ইস্যু করেছে। ওই নথিতে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০০৪১০১ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস, ১৯৮৩ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে মেডিসিন পিএইচডি এবং ২০০৭ সালে গ্লাসগোর রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস থেকে এফআরসিএস ডিগ্রি।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নথি অনুযায়ী, ডা. প্রাণ গোপাল দত্তের জন্ম ১ অক্টোবর ১৯৫৩ এবং তাঁর অস্থায়ী নিবন্ধন ১৪ অক্টোবর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে।জাতীয় ও রাজ্য মেডিক্যাল নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে ডা. প্রাণ গোপাল দত্তের এই নিয়োগ ত্রিপুরায় চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

Central Selection Committee - 2026
Education (Higher) Department
Govt. of Tripura
Dated: Agartala, The 29th June 2026

Notice For Seat Allotment For ITI Lateral Entry 2026 and subsequent Admission To Diploma Engg. 3rd Semester

This is for information to all concerned that the first round allotment of seats through ITILE 2026 will be done through online portal as per schedule given below:-

Activity	Date and Time
Allotment of seats for ITILE 2026 through DEEET portal. Allotment letter can be downloaded by logging in to DEEET Portal (https://deeet.tripura.gov.in/).	30/06/2026 from 2:00 PM onwards
Admission to respective institutes	From 02/07/2026, 03/07/2026, 04/07/2026, Time: As notified by respective Institutes.

ICA/D-440/26 Sd/- (Dr. Tirtharaj Sen, FIE), Chairman
Central Selection Committee-2026

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued Notice Inviting Tender for supply of the Cement (PPC) approved quality (per bag), River Sand (in cft), 6 & 8 mm TMT Bar dia approved quality (in kg), Bricks aggregate 1st Class 20 mm(in cum), GI Barbed wire (9.38 kg/ 100 mtr) in kg of ELEMENT Project during 2026-27 of Kumarghat Forest Sub-Divisionunder Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3-48/Dev/Tender- Quotation/SDFO(KGT)/2026-27/2512-47 dated. 25.06.2026. For further details see the website:- www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
(SDFO, Kumarghat)
(A. Datta, TFS)
ICA/C-972/26 **Sub-Divisional Forest Officer**
Kumarghat Forest Sub-Division

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 09/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 25/06/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of drain & maintenance of road starting from H/O Keshab Saha to Bina Acharjee to at Town Pratapgarh under Ward No-31, AMC. **D.N.I.E.T No. 31/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	23,69,153/-	47383/-	90 (Ninety) days
2	Construction of new drain & RCC slab starting from H/O Swapan Miah to H/O Rinku Deb at Jagaharimura under Ward No-31, AMC. **D.N.I.E.T No. 32/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	17,17,900/-	34,358/-	90 (Ninety) days
3	Construction of new RCC ghat & maintenance & painting of footpath at Santipara Pond under Ward No-20, AMC. **D.N.I.E.T No. 33/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	35,55,058/-	71,101/-	180(One hundred eighty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 01-07-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 01-07-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

৩৬ মাইল এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ, কন্টেইনারের ধাক্কায় গুরুতর আহত ছোট মালবাহী গাড়ির চালক

আগরতলা, ২৯ জুন: মুঙ্গিয়াকামী থানার অন্তর্গত ৩৬ মাইল এলাকায় সোমবার সকালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন একটি ছোট মালবাহী গাড়ির চালক। আগরতলা থেকে কুমারঘাটগামী ছোট মালবাহী গাড়িটির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেইনারবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগরতলা থেকে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ছোট মালবাহী গাড়িটি ৩৬ মাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেইনারবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ছোট মালবাহী গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন।দুর্ঘটনায় আহত চালক বাবুল দাস বৈষ্ণবের মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে তাকে গাড়ি থেকে বের করেন। পরে আহত অবস্থায় তাকে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার চিকিৎসা শুরু করেন।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কড়ুইমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে 'এক প্রয়াস' কর্মসূচি, ড্রাগস ও বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতায় পুলিশের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন: ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সোমবার চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন কড়ুইমুড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 'এক প্রয়াস' শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ড্রাগস, বাল্যবিবাহ, সাইবার অপরাধ এবং সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।

কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজিত দেববর্মা। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে ড্রাগসের কুফল, বাল্যবিবাহের সামাজিক ও আইনি দিক, সাইবার অপরাধ থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়াও হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে ওসি অজিত দেববর্মা বলেন, পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে বাবা-মা মোটরসাইকেলে বের হওয়ার সময় যেন অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদেরও সচেতন ভূমিকা পালন করা উচিত। তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেন, বাড়ির কেউ হেলমেট ছাড়া বের হলে তাদের হেলমেট ব্যবহার করতে অনুরোধ ও সতর্ক করতে।অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের ড্রাগস, বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার শপথও পাঠ করানো হয়।বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, আইন সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিরাপদ জীবনযাপনের মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অমরনাথ গুহামন্দিরে 'প্রথম পূজা'

শ্রীনগর, ২৯ জুন (আইএএনএস): পবিত্র অমরনাথ গুহামন্দিরে সোমবার ঐতিহ্যবাহী 'প্রথম পূজা' অনুষ্ঠিত হল। এর মধ্য দিয়েই বার্ষিক শ্রী অমরনাথজি যাত্রা ২০২৬ (এসএএনজেওয়াই-২০২৬)-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব সম্পন্ন হল। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা।প্রথম পূজার পর এক্স-এ মনোজ সিনহা লেখেন, "হর হর মহাদেব! পবিত্র অমরনাথ গুহায় 'প্রথম পূজা' করার সৌভাগ্য হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল।" তিনি আরও জানান, "বাবা বরফানির কাছে সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছি।" উপরাজ্যপাল বলেন, আগামী ৩ জুলাই থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে। যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসন, শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড, সেনাবাহিনী, পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় বাসিন্দা, পরিষেবা প্রদানকারী এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা সমন্বিতভাবে কাজ করছেন।তিনি জানান, উন্নত পরিকাঠামো, যাত্রীসুবিধার সম্প্রসারণ এবং জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের সহযোগিতায় প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁর আশা, এ বছরের যাত্রা নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং ভক্তদের জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠবে।আগামী ৩ জুলাই শুরু হওয়া অমরনাথ যাত্রা চলবে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত। মোট ৫৭ দিনের এই তীর্থযাত্রার সমাপ্তি হবে শ্রাবণ পূর্ণিমা ও রাখিবন্ধন উৎসবের দিনে।সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অনন্তনাগ জেলার কাশ্মীর হিমালয়ে অবস্থিত অমরনাথ গুহামন্দিরে পৌঁছতে ভক্তরা দুটি পথ ব্যবহার করেন ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘ পহেলগাঁও রুট এবং অপেক্ষাকৃত ছোট বালতাল রুট।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-08/EE/DWS/JRN/2026-27,Dated-25/06/2026.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No:26/DNIeT/EE/DWS/JRN/2026-27	3,52,000.00	7,040.00	90 Days	1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No:26/DNIeT/EE/DWS/JRN/2026-27	19,13,840.00	38,277.00	90 Days	1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 25/06/2026.at 14.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-02/07/2026 upto 13.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-02/07/2026 at13.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. Jibesh Debbarma)
ICA/C-976/26 **Executive Engineer**
PWD (DWS) Division,
Jirania Ranirbazar, West Tripura

NIT No.: 29/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 22nd June, 2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(B), Kunjaban Extension, Agartala invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES/Railway for the following work through e-procurement portal:

NIT No.	22/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Name of work:	Annual Maintenance and Contract for Water Purifier of Newly constructed MLA Hostel within the jurisdiction of Capital Complex Sub-Division Division, No-I under Capital Complex PWD(Buildings), Kunjaban Extension, Agartala during the year 2026-27.
Estimated Cost	4,17,360.00
Time of Completion	365 (three hundred sixty five) days.
Earnest Money	8,347.00
Last date and time of Submission of Bid :	02/07/2026 upto 3:00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
ICA/C-966/26 **Capital Complex Division, PWD (B)**
Kunjaban Extension, Agartala.

মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩

● প্রথম পাতার পর

পিয়ারের নীচের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আর্চিপাথার ও সিমেন চাপরি স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৬৫ সালে নির্মিত এই সেতুটি পরে ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তর করা হয়েছিল এবং এতদিন পর্যন্ত সেটি নিরাপদ অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির ফলে নদীর পাড়ের বড় অংশ ভেঙে যাওয়ায় সেতুর একটি পিয়ারের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে।অসম এবং সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। সব জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিকে, টানা বর্ষণের জেরে অরুণাচল প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সোমবার পর্যন্ত রাজ্যের ২৮টি জেলার মধ্যে অন্তত ১২টি জেলা বন্যায় বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ২৩ জুন থেকে শুরু হওয়া আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের এক আধিকারিক জানান, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কেয়ি পানিয়র জেলায় নিখোঁজ ৪৮ বছরের সৌরভ কুমার খারওয়ারের দেহ রবিবার পার্শ্ববর্তী পাপুম পারে জেলার হাওয়া ক্যাম্প এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে এক ৩৫ বছরের মহিলা এবং আরও এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এখনও এক নাবালক-সহ দু"জন নিখোঁজ রয়েছেন। ২৩ জুন থেকে অবিরাম বৃষ্টির ফলে কেয়ি পানিয়র জেলার ইয়াজালি সার্কেলে আকস্মিক বন্যায় প্রায় ২০টি বাড়ি ও আবাসিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলায় উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে। একাধিক রাস্তা, সেতু ও বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বহু এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশাসন এখনও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব সংগ্রহ করছে।সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনীশ গুপ্ত, পুলিশ মহাপরিচালক ড. এস.ডি. সিং জামওয়াল এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত, চিকিৎসা পরিষেবা এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে রয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পূর্বাভাস উদ্ধৃত করে পেমা খান্ডু জানান, ১ জুলাই পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর ফলে ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা, জল জমা, গাছ উপড়ে পড়া এবং সড়ক, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলা এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানান।এদিকে সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও) মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিমিন-পোটিন সড়কটি পুনরায় চালু করেছে। প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পোটিন, ইয়াজালি, ইয়াচুলি, জোরাম এবং জিরোর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।এছাড়া ২৫ জুন ভারতীয় বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কেয়ি পানিয়র জেলায় ত্রাণসামগ্রী, একটি উদ্ধারকারী নৌকা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) কর্মীদের পৌঁছে দেওয়া হয়।বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে কেয়ি পানিয়র, পাপুম পারে, ক্রা দাদি, কুরুং কুমে, লোয়ার সুবনসিরি, কামলে, আপার সুবনসিরি, ইস্ট সিয়াং, লেপারাদা এবং লোয়ার সিয়াং।

শ্রমিকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খোয়াইয়ের প্রহরমুড়া এলাকার বাসিন্দা বিধু কপালি ঠিকাদার সমীরণ দেবনাথের অধীনে এস.টি. লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, কাজ চলাকালীন সময়ে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয়ে যায়। এতে তিনি উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।ঘটনার পর থেকেই সহকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, যখন লাইনে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন, তখন কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হলো? কাজ শুরুর আগে ও পরে নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্ত করে যদি কোনও ধরনের গাফিলতি বা অবহেলার প্রমাণ মেলে, তবে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের দিকে নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল ও এলাকাবাসীর।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

দীনেশ দাসের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মেলাঘর পুর পরিষদের সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাত দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দেয়। প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট এলাকার জনস্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানায়।স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবিগুলির মধ্যে ছিল টুয়েপ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত প্রদান ও সময়মতো মজুরি পরিশোধ, মেলাঘর বাজারের যানজট নিরসন, ভাঙাচোরা রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন।সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, নাগরিক সমস্যার সমাধানে পুর কর্তৃপক্ষ উদাসীন। পাশাপাশি বিভিন্ন মাধ্যমে পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি করেন তারা। এসব কারণেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে সাত দফা দাবিতে এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে সিপিআইএম নেতৃত্ব জানিয়েছে।

PNIeT-09/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date:25/06/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:26/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74134_1	92,24,135/-	1,84,483/-	160(one hundred eighty) days	10/07/2026 Time 15:00 Hrs	10/07/2026 Time 16:00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	DNIe-T No:27/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74137_1	4,91,070/-	9,821/-	60(Sixty) Days				
3	DNIe-T No:28/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74139_1	5,76,907/-	11,538/-					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 05/EE/DIV-III/AMC/2026-27 **Dated: 29/06/2026**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No. 1	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission	Time and date of Opening of Bid, If Possible
	Construction of RCC road and drain from the H.O Narayan Acharjee to H.O Sukumar Saha at Amtali Adarsha Para, under ward No 50,AMC. **DNIeT No:-12/EE/Div-III/AMC/2026-27**	12,23,994	24,480	90 Days	01/07/2026 At 15.00 Hrs	01/07/2026 At 16.00 Hrs
2	Development of open space near Mahamaya Kali Mandir at Ramthak para under ward No 39,AMC. **DNIeT No:-13/EE/Div-III/AMC/2026-27**	15,89,841	31,797	90 Days		
3	Construction CC road RCC drain with cover slab st from Panchamukh road to Santanagar Anganwadi centre under ward No 46 AMC. **DNIeT No:- 14/EE/Div-III/AMC/2026-27**	19,36,871	38,737	90 Days		

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation

উদ্ধার গ্রেফতার এক

● প্রথম পাতার পর

নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন আসাম থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশকারী এমএল০৫এএ০৬৪৪ নম্বরের একটি সন্দেহজনক গাড়িকে আটক করা হয়।

আইনি প্রক্রিয়া মেনে পানিসাগর মহকুমার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিপিও কে. সিসোদিয়া, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) দলের সদস্য এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় গাড়ির বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম অনুপ নুনিয়া (২৩)। তিনি আসামের কাছাড় জেলার শিলচর থানাধীন শিলকুড়ি এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই গাড়িটি একটি বৃহত্তর আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল।

পুলিশ সুপার অভিনাশ রায় জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস অ্যাক্ট)-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং গোটা নেটওয়ার্কের সন্ধান পেতে দামছড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া মাদকসহ অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয়দের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর ত্রিপুরায় এটি অন্যতম বড় মাদক উদ্ধার অভিযান। এই বিপুল পরিমাণ মাদক রাজ্যে প্রবেশের আগেই আটক করতে সক্ষম হওয়ায় দামছড়া পুলিশের ভূমিকাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা করা হচ্ছে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

ওঠে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এসসি ও ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্পোরেশনগুলিকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করারও দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও, জাত গণনা সংক্রান্ত বিল দ্রুত পাস করে নির্ধারিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রকৃত সংখ্যা ও সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানায় কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, জাতভিত্তিক সঠিক তথ্য ছাড়া সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সদস্য খাড়গে

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী শিবিরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আগামী বর্ষাকালীন অধিবেশনে আরও ভালো সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা সরকারকে আরও জবাবদিহির আওতায় আনতে চাই।'

তিনি স্পষ্ট করেন, বিরোধী দল হিসেবে সাধারণ মানুষের সমস্যা, দাবি এবং প্রত্যাশার বিষয়গুলি সংসদে তুলে ধরা হবে এবং জনগণের কণ্ঠস্বরকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

খাড়গে বলেন, 'মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কণ্ঠস্বর আমরা আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে তুলে ধরব। এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং আমি সেই দায়িত্ব সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।'

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিজেপি নেতা রাজা সাহাকে সাময়িক বরখাস্ত

আগরতলা, ২৯ জুন: দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিজেপির নেতা রাজা সাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ নেতৃত্ব। দলীয় কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বিজেপির যুব মোর্চার ' ওয়ান বুথ ২০ ইয়ুথ' কর্মসূচির অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও, সাম্প্রতিক সময়ে রাজা সাহার বিরুদ্ধে একাধিক দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে দলীয় অবস্থানবিরোধী মন্তব্য ও প্রচার করেছেন, যা দলের নীতি, আদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অভিযোগগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং দলের বৃহত্তর স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নির্দেশে রাজা সাহাকে দলীয় সকল পদ, দায়িত্ব ও কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

দল আরও জানিয়েছে, বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি দলের কোনও প্রতিনিধি বা সদস্য হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবেন না। পাশাপাশি, বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে সন্তোষজনক জবাব না পেলে দলীয় সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দল সর্বদাই শৃঙ্খলা, আদর্শ ও সাংগঠনিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং প্রত্যেক কর্মী ও পদাধিকারীর কাছে দলীয় নীতি ও নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণের প্রত্যাশা করে।

কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডে সরব আমাল মালিক, বললেন, 'ভারতে মহিলাদের জন্য আইন পুরুষদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী'

মুম্বই, ২৯ জুন (আইএএনএস): পুনের ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন গায়ক-সুরকার আমাল মালিক। তাঁর দাবি, ভারতে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আইন পুরুষদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হলেও সেই আইনের অপব্যবহার করা উচিত নয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে আমাল মালিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক, দায়বদ্ধতা এবং কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন।

তিনি লেখেন, 'প্রিয় মহিলারা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুরুষদের কারণে আপনাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তার জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের ক্ষোভের প্রতি আমার সমর্থন রয়েছে। নিজেদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন। তবে সেই লড়াই যেন শুধু তাঁদের বিরুদ্ধেই হয়, যারা আপনাদের দমিয়ে রাখতে চায়, নিজেদের সম্পত্তি মনে করে বা কী পরবেন, কীভাবে থাকবেন তা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।'

আমাল আরও বলেন, 'সবকিছুকে ''টক্সিক'' বলে চিহ্নিত করা এবং নিজের দায় এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। শারীরিক নির্যাতন, অর্থকে আবেগের উপরে স্থান দেওয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখানোর জন্য বিয়ে করা বা কোনও সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক না হয়েও কাউকে মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়া এগুলোই প্রকৃত অর্থে বিষাক্ত আচরণ।'

তিনি লেখেন, 'পুরুষেরা আসলে শান্তিই চায়। যৌনতা সর্বত্র রয়েছে। কিন্তু বিয়ে বা বাগদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাহ্যিক আয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বিয়ে কি ইনস্টাগ্রামের জন্য, নাকি সত্যিকারের দাম্পত্য জীবনের জন্য? লোনাভালায় মধুচন্দ্রিমা কাটানো কি যথেষ্ট নয়? সত্যিকারের ভালোবাসা কি শুধুই মালদ্বীপে গিয়ে অনুভব করা যায়?'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নারী ও শিশুদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী রাজ্য সফরে এসে আজ আগরতলায় নারী ও শিশুদেরকল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এরমধ্যে তিনি অভয়নগরস্থিত চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনের গার্লস ইউনিট ২, সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং কর্মরত মহিলাদের জন্য নির্মীয়মান আবাসনের কাজ ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনের শিশুদের শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এরপর তিনি সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এবং শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীমুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে রেশমি সাহা নামে একজন সুবিধাভোগীর হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এরপর তিনি কর্মরত মহিলাদের জন্য নির্মীয়মান আবাসনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, নারী ও শিশু কল্যাণে ত্রিপুরা সরকার প্রশংসনীয় কাজ করছে। ত্রিপুরার এই সফল উদ্যোগগুলির বিষয়ে তিনিকেন্দ্রীয় স্তরে তুলে ধরবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরিদর্শনের সময় রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব টিকে দাস সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্রামগঞ্জে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৯ জুন: আজ বিশ্রামগঞ্জ উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। চারাগাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী এবং মতাদর্শ তুলে ধরেন এবং আগামীদিনে ছাত্র-ছাত্রী ও যুবসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতাদর্শ, সাহিত্য ভাবনায় অনুপ্রানিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপ-অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ দেশাত্ববোধক সংগীত, নৃত্য সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সীমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা মহম্মদ সেলিম, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিপ্লব চক্রবর্তী, বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিরকুমার দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

মূল্যবৃদ্ধি ও নাগরিক পরিকাঠামোর অবনতির প্রতিবাদে সিপিআই(এম)-এর মিছিল

আগরতলা, ২৯ জুন: পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দাম এবং এলাকায় বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার প্রতিবাদে সোমবার আগরতলার প্রগতি স্কুল রোড এলাকায় মিছিল সংগঠিত করে সিপিআই(এম)-এর কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটি।

মিছিলে দলের নেতা-কর্মীরা এলাকার সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, রাস্তার দুরবস্থা এবং আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটির নেতা ননীগোপাল ধর বলেন, পেট্রোল-ডিজেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে নাগরিক সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করুক এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

সোনামুড়ায় নেতার বাড়িতে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৯ জুন: বেজিমারায় সিসিটিভি-বাউন্ডারি টপকে বাড়িতে দুঃসাহসিক রাবার চুরি। বাড়িতে পাকা বাউন্ডারি ও সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও চুরির হাত থেকে রেহাই পেলেন না বেজিমারার সাব্বির আহমেদ এবং এক পঞ্চায়েত মেম্বার আক্তার। গতকাল গভীর রাতে বেজিমারা এলাকায় ওই দুই বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ রাবার এবং বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভিও লাগানো ছিল। তারপরও চোরের দল কৌশলে ভেতরে ঢুকে গুদামে রাখা রাবার নিয়ে চম্পট দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে চুরির বিষয়টি টের পান বাড়ির লোকজন।

ঘটনার পরপরই সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ইদানীং বেজিমারা ও আশপাশের গ্রামে রাবার চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। রাতের বেলা পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তারা। পাকা বাউন্ডারি ও সিসিটিভি থাকার পরও এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জম্পুই বুথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উপস্থিত মন্ত্রী সান্তনা চাকমা

জম্পুই, ২৯ জুন: দলের সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করা এবং বুথভিত্তিক কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জম্পুইহিলে অনুষ্ঠিত হলো এক বুথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, বুথ পর্যায়ে কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এদিন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা দলীয় কার্যকর্তাদের উদ্দেশে সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বুথভিত্তিক সংগঠনকে সক্রিয় রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল মণ্ডল সভাপতি, মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা। প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী কার্যকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচি শেষে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা দলের নেতৃবৃন্দ ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারক আলোকচিত্রে অংশ নেন।

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আজ ২০তম জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন করা হয়। বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের ১৩৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিবসটি পালন করা হয়। এ বছরের পরিসংখ্যান দিবসের মূল ভাবনা ''প্রশাসনিক তথ্যের সম্ভাবনার উন্মোচন''। প্রশাসনিক তথ্যের মানোন্নয়ন, আন্তঃবিভাগীয় তথ্য বিনিময়, তথ্যের সমন্বিত ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মূল ভাবনা স্থির করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণনা পরিচালনালয়ের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনআইটি আগরতলার অধ্যাপক ড. মৃনাল কান্তি দেববর্মন, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিসংখ্যান কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণনা পরিচালনালয়ের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, আসন্ন আদমশুমারি উপলক্ষে আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনলাইনে স্ব-গণনা ব্যবস্থা চালু করা হবে। তিনি নাগরিকদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদমশুমারির তথ্য অনলাইনে পূরণের আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, স্ব-গণনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীতে গণনাকারীদের দ্বারা যাচাই করা হবে। এছাড়া ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে। অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর এই কাজের নোডাল বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জেলা শাসকগণ নিজ নিজ জেলার এবং আগরতলা পুরনিগম এলাকায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচিতে সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন।

ত্রিপুরা সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনের ১ নম্বর হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও তথ্যনির্ভর করতে প্রশাসনিক তথ্যভাণ্ডারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। তিনি আরো জানান, এনআইটি আগরতলার সহযোগিতায় অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর একটি নতুন এসডিজি পোর্টাল তৈরি করেছে, যা অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। এই পোর্টাল সঠিক তথ্যকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকরভাবে ব্যবহারে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২০২৭ সালের আদমশুমারিতে স্ব-গণনা পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য সব দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব, তথ্যভিত্তিক প্রশাসন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতকারের সময় রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে এনসিসি''র এডিশন্যাল ডিরেক্টর জেনারেলের সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন মেজর জেনারেল অনুরাগ ভিজ। তিনি ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনের সদর দপ্তরের এডিশন্যাল ডিরেক্টর জেনারেল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ত্রিপুরায় এনসিসি''র ভূমিকা বিষয়ে তিনি রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

দশদা ব্লকের গছিরামপাড়ায় নবনির্মিত "পিসিকালচার নলেজ সেন্টার"-এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ জুন: কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা ব্লকের গছিরামপাড়ায় আজ নবনির্মিত ''পিসিকালচার নলেজ সেন্টার''-এর উদ্বোধন করা হয়। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগেনবনির্মিত এই নলেজ সেন্টারটির উদ্বোধন করেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দশদা বিএসি''র চেয়ারম্যান উদার রাম রিয়াং, ভাইস-চেয়ারম্যান সঞ্জিত রিয়াং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার মৎস্য দপ্তরের উপ- অধিকর্তা অনিমেষ চাকমা।

স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স ক্যাপিটাল প্রকল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পিসিকালচার নলেজ সেন্টার-এ মৎস্যচাষিদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণভবন, নতুন প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা, মাটি ও জলের গুণগত মান পরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই পিসিকালচার নলেজ সেন্টারটি মৎস্যচাষিদের আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং মাটি ও জল পরীক্ষার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যচাষিদের আয় বৃদ্ধি এবং দশদা ব্লকের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে অনুষ্ঠানের অতিথিগণ আশা ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি: রাজ্যে আসছে ৪৮টি এআই এক্স-রে মেশিন, এমআরআই ও ম্যামোগ্রাফি মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করতে, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে আজ নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের উপস্থিতিতে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলের আর্থিক সহায়তায় এই পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

এই চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে মোট ৪৮টি এ আই প্রযুক্তিসম্পন্ন পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড এক্স-রে মেশিন চালু করা হবে। অত্যন্ত হালকা ও সহজে বহনযোগ্য এই মেশিনগুলোর সাহায্যে প্রত্যন্ত বা পাহাড়ি অঞ্চলের রোগীকে হাসপাতালে না এনেই তার ঘরে গিয়ে দ্রুত এক্স-রে করা সম্ভব হবে। এতে রোগ নির্ণয় হবে অনেক বেশি নির্ভুল ও দ্রুত। তাছাড়া রাজ্যের ৩টি জেলা হাসপাতালে বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম। ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলা হাসপাতালে একটি করে ১.৫ টেসলা মেশিন স্থাপন করা হবে, এই মেশিনের সাহায্যে নিখুঁতভাবে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ছবি তুলতে সক্ষম হবে।

ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলা হাসপাতালে একটি করে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি টোমোসিন্থেসিস বসানো হবে। নারীদের স্তন ক্যানসার প্রাথমিক স্তরেই শনাক্ত করার জন্য এই অত্যন্ত আধুনিক থ্রি-ডি ম্যামোগ্রাফি প্রযুক্তি চালু করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত এই মেশিনগুলো সরবরাহ করে সাধারণ মানুষের জন্য চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দেশজুড়ে ''জেল ভরো আন্দোলন''-এর সমর্থনে ধর্মনগরে গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুন: দেশজুড়ে ''জেল ভরো আন্দোলন''-এর সমর্থনে ধর্মনগরে গণ-কনভেনশন। দেশব্যাপী ''জেল ভরো আন্দোলন''-এর সমর্থনে সোমবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো এক গণ-কনভেনশন। এআইকেএস, সিটু, টিকেএমইউ, টিজিএমপি-সহ বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন তিলক দেববর্মা, সাথী ভট্টাচার্য্য, ললিত নাথ এবং আব্দুল নূর।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিটু-র ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক জহুরুল হক, সারা ভারত কৃষক সভার ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক প্রদ্যুৎ শর্মা, ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক প্রসন্ন ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অনুকূল দাস, সিপিআই(এম)-এর ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক দুর্গেশ রায়, অমিতাভ দত্ত এবং শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

বক্তারা বলেন, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হচ্ছে।গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এই দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তারা।সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শ্রম কোড বাতিল, ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু ও কর্মদিবস বৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য হ্রাস, সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। এসব দাবিকে সামনে রেখেই দেশব্যাপী ''জেল ভরো আন্দোলন'' সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচার শিল্পের আধুনিকীকরণে জোর, ইন্দ্রনগরে দপ্তর পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৯ জুন: রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচার শিল্পকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও কর্মসংস্থানমুখী করে তোলার লক্ষ্যে সোমবার আগরতলার ইন্দ্রনগরস্থিত হ্যান্ডলুম দপ্তরের ডাইরেক্টর ও সেক্রেটারির কার্যালয় পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

পরিদর্শনের শুরুতেই মন্ত্রী দপ্তরের বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখেন এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে অফিসের সার্বিক পরিকাঠামো, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো ভবনের বর্তমান অবস্থা, প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং ভবিষ্যতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়েও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু করার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

এরপর মন্ত্রী সেরিকালচার বা রেশমচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উৎপাদন ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিল্প সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন। মাঠপর্যায়ে এই শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পরিদর্শনে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের ডাইরেক্টর, সেক্রেটারি এবং অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ত্রিপুরার হ্যান্ডলুম শিল্প আজ জাতীয় স্তরে নতুন পরিচিতি অর্জন করেছে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম পণ্যের চাহিদা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সরকারি সূত্রের মতে, হ্যান্ডলুম ও সেরিকালচার খাতের আধুনিকীকরণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণে সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষজ্ঞদেরও অভিমত, পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম শিল্প আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এনসিসির বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে কৃতী ক্যাডেটদের সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত এডিজি অনুরাগ ভিজ

আগরতলা, ২৯ জুন: ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির (এটিসি-৫০)-এর অংশ হিসেবে সোমবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ক্যাডেটদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের সাফল্যকে স্বীকৃতি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিসির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত মহাপরিচালক। প্রশিক্ষণ শিবির চলাকালীন ড্রিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স করা ক্যাডেটদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ সময় ক্যাডেটদের শৃঙ্খলা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও জাতীয় সেবার মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনসিসির ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বক্তারা বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির যুব সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যতেও এনসিসির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক যুবক-যুবতীকে জাতি গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এনসিসির ঊর্ধতন আধিকারিক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক ক্যাডেট উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে

● আটের পাতার পর

এর জন্যই ওই বিদ্যালয়ে তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে ওই বিদ্যালয় থেকে বদলি করা হয়েছে। সামনেই তাদের পরীক্ষা। এরই প্রতিবাদেই আজ বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে তারা।

তাদের দাবি, ইংরেজি শিক্ষককে বদলি করা যাবে না।কারণ তাদের পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

কৈলাসহরে সন্দেহভাজন মহিলাকে আটক

● আটের পাতার পর

নথিপত্রের সত্যতা এবং তিনি কী উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী কৈলাশহর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত প্রভু জগন্নাথের

● আটের পাতার পর

প্রথম এই স্নানযাত্রার আয়োজন করেছিলেন।

লোকবিশ্বাস রয়েছে, মহাস্নানের পর জগন্নাথদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই স্নানযাত্রার পরবর্তী ১৫ দিন তিনি ''অনসর'' কক্ষে বিশ্রামে থাকেন এবং এই সময় মন্দিরের দরজা সাধারণ ভক্তদের জন্য বন্ধ থাকে। এরপর নবযৌবন দর্শনের মাধ্যমে পুনরায় দর্শন দেন মহাপ্রভু।

এদিকে, আগামী ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। সেদিন সুসজ্জিত রথে চড়ে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 30-06-2026, 01:09

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে আমবাসা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।।দুই দুর্বল দলের লড়াইয়ে জয় পেল আমবাসা মহকুমা। ১৪ রানে পরাজিত করলো কাঞ্চনপুর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে বিজয়ী দলের শুভ দাস ব্যাট এবং বল হাতে দাপট দেখিয়েছে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে পীযূষ দেবের আমবাসা মহাকুমা ১১৩ রান করে। দলের পক্ষে সুয়েলজিত চৌধুরী ২৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, দলনায়ক শুভ দাস ৬৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং সুজয় ধর ২৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৩ রান। কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে সুয়েল চাকমা শূন্য রানে এবং প্রমিত চাকমা ১২ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা। এক সময় ২২ রানে ছয়টি উইকেট হারিয়ে বসে। ওই অবস্থায় রোহিত নাথ এবং সুরজ দেব প্রতিরোধ গড়ে তুলে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। কাঞ্চনপুর ৯৯ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে রোহিত ৩৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ এবং সুরজ ২৩ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। আমবাসা মহকুমার পক্ষে শুভ দাস ৩৩ রানে চারটি, প্রীতম দাশ ২৩ রানে এবং রাজেশ দাস ৩০ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। আমবাসা মহকুমা আসরে দুই ম্যাচ খেলে প্রথম জয় পেলেও কাঞ্চনপুর মহাকুমা পরাজয় দিয়ে আসর শুরু করলো।

বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে 'মাঙ্গা' ?

'প্রোজেক্ট ২০৫০'। জাপানের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বকাপ জিততেই হবে। তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে জাপানের ফুটবল ফেডারেশন। এবার যদি বলা যায়, এই 'পোজেক্টে'র নেপথ্যে রয়েছে এক মাঙ্গা সিরিজ! তাহলে কি বিশ্বাস করবেন? আরও পিছনো যাক। আজ থেকে ৩২ বছর আগেই বিশ্বকাপ জয়ের ব্লু প্রিন্ট ছকে ফেলেছে জাপান। যখন সেদেশে সদ্য পেশাদার লিগ শুরু হয়েছিল। তারও নেপথ্যে ছিল এক মাঙ্গা। সেদিনের 'ক্যাপ্টেন সুবাসা' থেকে আজকের 'ব্লু লক'। জাপানের ফুটবল রূপকথা জুড়ে রয়েছে মাঙ্গা। তার সূত্র ধরেই এখন কি জাপানিরা চাইছে 'স্বার্থপর' ফুটবলার তৈরি করতে?

'মাঙ্গা' শব্দটি এখন ভারতে সুপরিচিত। তবু বলে রাখা যাক, মাঙ্গা হল জাপানের কমিকস বুক বা গ্রাফিক্স নভেল। তার রীতি, রেওয়াজ, আঁকার ধরন সবটাই তাদের নিজস্ব। কার্টুন নয়, আবার ঠিক চিরাচরিত কমিকসও নয়। ছবি-লেখা-গল্পে জাপানি সংস্কৃতির ধারক হল মাঙ্গা। তা এর সঙ্গে ফুটবলের কী সম্পর্ক? আছে আছে। গত শতাব্দীর আটের দশকের শুরুতে জাপানে ফুটবল নিয়ে কোনও মাতামাতি ছিল না। লোকে ছুটির দিনে একটু-আধটু মাঠে নামত। দেশজুড়ে পেশাদার লিগ ছিল না। বেসবল ছিল জাপানিদের প্রথম প্রেম। সেই সময় আবির্ভাব 'ক্যাপ্টেন সুবাসা'র। জাপানের ক্রীড়াজগতে যেন নতুন সুবাস নিয়ে এল সে। ১৯৮১ সালে ইয়োচি তাকাহাসির হাতে সুবাসার সফর শুরু। মাঙ্গা চরিত্র নয়, সুবাসা হয়ে উঠল প্রত্যেক জাপানি কিশোরের আইকন। তার মতো বাইসাইকেল কিক মারতে হবে, বিদেশের মাটিতে পারফর্ম করতে হবে, দেশকে বিশ্বকাপে তুলতে হবে।

মাঙ্গার পর এল অ্যানিমেটেড সিরিজ। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল সুবাসার নাম। কোথাও স্বনামে, কোথাও বা সেদেশের মতো করে নামবদল করা হল। লিওনেল মেসি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, ফার্নান্দো তোরেসের মতো তারকা ফুটবলাররা পর্যন্ত স্বীকার করেন, সুবাসা তাঁদের কতটা প্রভাবিত করেছে। জাপানের কিংবদন্তি হিদেতোশি নাকাতার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল, বেসবল খেলোয়াড় হবেন। সুবাসার প্রেমে পড়ে শুরু করেন ফুটবল খেলা। নাকাতার মতো কয়েক হাজার কিশোর নাম লেখাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবল অ্যাকাডেমিতে। সুবাসার আবির্ভাবের ১০ বছরের মধ্যে জাপানে শুরু হল জে লিগ। সেই বছরই ঠিক করে নেওয়া হয়, আগামী ১০০ বছরের মধ্যে বিশ্বকাপ জিততেই হবে। যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে 'প্রোজেক্ট ২০৫০'-এ। ১৯৯২ সালে জাপান প্রথম এশিয়ান কাপ জেতে। আর দু'বছর পর সুবাসার সিরিজ বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে চলে এসেছে আয়োশির মতো চরিত্র, জায়ান্ট কিলিং, ইনাজুমা ইলেভেনের মতো মাঙ্গা।

১৯৯৮ সালে জাপান প্রথম বিশ্বকাপে সুযোগ পায়। সেই দলের সব প্লেয়ার তখন জাপানের লিগেই খেলতেন। এরপর কাজুয়োশি মিউরা, কেইসুকে হোন্ডা, শিঞ্জি কাগাওয়ার মতো ফুটবলাররা ইউরোপে খেলেছেন, সফল হয়েছেন। কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই গিয়েছে। জাপান থেকে দুর্দান্ত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডাররা উঠে এসেছেন। খেলা তৈরি করতে 'সিদ্ধহস্ত'। কিন্তু কখনই বিশ্বমানের 'বক্স স্ট্রাইকার' তৈরি হয়নি। কেন? এর নেপথ্যেও ক্যাপ্টেন সুবাসা। যেহেতু এই চরিত্রটিও অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ছিল, তাই জাপানের তরুণ প্রজন্ম সুবাসার মতো হতে চেয়েছিল। স্ট্রাইকারের অভাব বহুদিন ধরে জাপানের বড় সমস্যা। সেখান থেকে চলে আসা যাক ২০২৬ সালে। অধিকাংশ ফুটবলার ইউরোপ মাতাচ্ছেন। গত মরশুমে আয়াসে উয়েদা ডাচ লিগে ২৫ গোল করেছেন। স্কটিশ লিগে দাইজেন মায়েদা ১৪ গোল, বুন্দেশলিগায় রিৎসু দোয়ান ৫ গোল, লা লিগায় তাকেফুসা কুবো ২ গোল করেছেন। এবার বিশ্বকাপে জাপান গ্রুপ পর্বে ৭টা গোল করেছে। স্পেনের থেকে বেশি, ব্রাজিলের সমান। যা দেখে মনে পড়তে পারে আরও একটা মাঙ্গার কথা। যার নাম 'ব্লু লক'। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে শেষ ১৬ থেকে বিদায় নেয় জাপান। সেই 'যন্ত্রণা' ঘোচাতে এল 'ব্লু লক'। গল্পটা কী? জাপানের ব্যর্থতায় একটি বিশেষ ক্যাম্প চালু হয়। যেখানে ৩০০ জন জাপানি স্ট্রাইকারকে শেখানো হয় 'স্বার্থপর' হতে। তাদের মাধ্যমেই স্বর্ণযুগ আনা হয় জাপানি ফুটবলে। ২০২২ সালে জাপানের বিশ্বকাপ জার্সিতেও 'ব্লু লক'কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এই মাঙ্গার গল্প ২০২৬-র আগস্টে। অর্থাৎ বিশ্বকাপের পর। অর্থাৎ এখনও সেই স্ট্রাইকার তৈরি হয়নি। মায়েদা, দোয়ানরা সেই পথই তৈরি করে দিচ্ছেন জাপানের ২০৫০-র বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে? উত্তরটা সময়ই দেবে।

'নকআউট পর্যায়ে শুরু হবে আসল লড়াই' প্রত্যাবর্তনের বার্তা দিলেন রোনাল্ডো

পারফর্মারদের জীবন বড়ই নিষ্ঠুর। আজ তুমি যাঁদের কাঁধে বিচরণ করছ, মুহূর্তের ভগ্নাংশের ব্যর্থতায় তোমাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে যাবে ব্যর্থতার গভীর সাগরে।

বয়সের সংখ্যা যেরকম শুধুই একটা সংখ্যা। আবার সেই সংখ্যাটাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধুই আর সংখ্যা থাকে না। পরফরম্যান্সের উত্তুঙ্গ শিখরে বিচরণ করতে গেলে শরীর বিজ্ঞানের ভূমিকাটাও অতিপ্রয়োজনীয়। সেখানেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিই বয়স বড়ই নিষ্ঠুর। কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে সিআর সেভেন যেন ফুটবল বিষণ্ণতার এক মহাদলিল। যেখানে সগর্বে মাথা উঁচু করে মাঠ ছাড়ার মঞ্চ প্রস্তুত ছিল। সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো!

কলম্বিয়া ছাড়ুন। কঙ্গোর সামনে পড়তেই পর্তুগাল আর রোনাল্ডোর সাম্প্রতিক অবস্থার যে রূঢ় বাস্তব দেখা গিয়েছিল, কলম্বিয়ার সামনে সেটাই যেন ফিরে ফিরে এল। আর্জেন্টাইন কোচ নেস্টর লরেঞ্জের ওরকম ট্যাকটিক্যাল মুভের সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারতেন তিনি?

এমনিতেই শনিবার হার্ডরক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পর্তুগালের তুলনায় কলম্বিয়ার সমর্থকদের হলুদ রঙের সমাহার বেশি। সেখানে ম্যাচের পর সেই হলুদ গ্যালারি থেকে রোনাল্ডোর উদ্দেশ্যে টিকা-টিপ্পনীগুলি শুনলেন? না শুনলে ভিডিও ক্লিপিংসগুলি দেখুন, কলম্বিয়ার সমর্থকরা টিপন্নী কেটে বলছেন, "রোনাল্ডো কোথায়? রোনাল্ডো কোথায়?'' ৯০ মিনিট ধরে কলম্বিয়ার গোল লক্ষ্য করে মাত্র একটি শট ! উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন মুহূর্তের সুযোগে হাফ টার্নে বল জালে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই রোনাল্ডোই ক্লান্ত, অবসন্ন অধিনায়ক হিসেবে বারবার কলম্বিয়ার কঠিন প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরলেন।

ম্যাচ শেষে তাঁর উদ্দেশ্যে গ্যালারি থেকে উড়ে আসা বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক টিকা-টিপ্পনী শুনতে শুনতে তাঁরও কি মনে হয়নি, কিছু এটা বলা দরকার? গ্রুপে রানার্স হওয়া মানেই তো সব শেষ নয়। এখনও তো যুদ্ধ বাকি। নকআউট রয়েছে। ক্রোয়েশিয়াকে হারাতে পারলে এই গ্যালারিই আবার তাঁর গঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ম্যাচ শেষে আর দেরি করেননি। সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন, 'গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে। নকআউট পর্যায়ে শুরু হবে আসল লড়াই। এই কঠিন লড়াইয়ে শক্তিশালী দলগুলির মুখে পড়লেও ড্রেসিংরুম মানসিকভাবে শক্ত রয়েছে।'

তাতেও কি তাঁর প্রতি ধেয়ে আসা সমালোচনার তিরগুলি বিষমুক্ত হবে? আমেরিকা বিশ্বকাপে তাঁর প্রতি বিশ্বফুটবল সমর্থকদের ভালোবাসার ওঠানামা অনেকটা শেয়ার বাজারের মতো। সমর্থনের সেনসেক্স এই ঊর্ধমুখী তো পরক্ষণেই আবার সেটা নিম্নমুখী! রোনাল্ডোর প্রতি এই ধেয়ে আসা সমালোচনায় মাখানো বিষাক্ত তিরগুলির সামনে ঢালের মতো দাঁড়িয়েছেন একদা তাঁর সহযোদ্ধা, ডিফেন্ডার ব্রুনো আলভেস। অধিনায়কের প্রতি এখনও পূর্ণ ভরসার সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, "যে কোনও অবস্থায় তোমার উপর আমাদের ভরসা আছে ক্রিশ্চিয়ানো। পর্তুগাল ড্রেসিংরুমের উচিত, তাদের অধিনায়কের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। সামনে ক্রোয়েশিয়া থাকলেও, তাতে কিছু এসে যায় না।"

কোচ রবার্তো মার্টিনেস অবশ্য এখনও রোনাল্ডোর সামনে বুক আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। চেষ্টা করছেন, তাঁর দলের সেরা অস্ত্রটা যদি শেষবারের মতো মিসাইলের গতিতে প্রতিপক্ষর বক্সে আছড়ে পড়তে পারে। হয়তো সেই কারণেই কলম্বিয়া ম্যাচের পর পর্তুগাল কোচ বলছিলেন, "যেভাবে কলম্বিয়ার ডিফেন্ডাররা রোনাল্ডোর সামনে একাধিক ডিফেন্ডার দিয়ে দেওয়াল তুলছিল, রোনাল্ডোর জন্য জায়গা পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া ওর কৃতিত্ব শুধু গোলের মধ্যেই খুঁজলে হবে না। দলে রোনাল্ডোর উপস্থিতিও আমাদের জন্য বড় ফ্যাক্টর।'

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের শাস্তি! চাকরি গেল আরও এক দেশের কোচের, এই নিয়ে তিন জন

প্রথমে টিউনিশিয়া। তার পর স্কটল্যান্ড। এ বার দক্ষিণ কোরিয়া। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ায় চাকরি গেল আরও এক দেশের কোচের। দক্ষিণ কোরিয়ার হার মেনে নিতে পারছেন না দেশের প্রেসিডেন্ট। ক্ষুব্ধ তিনি। হারের দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ হং মিয়াং বো। সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করেছেন হং। তিনি বলেছেন, "যাঁরা কোরিয়ার ফুটবল ভালবাসেন ও দেশকে সমর্থন করেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবল দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। এই দায়িত্ব নেওয়া সহজ ছিল না। আমি চেষ্টা করেছি। নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। দলের উপর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সকলের যা প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ করতে পারিনি। এই খারাপ ফলের দায় আমার।"

জুরগেন ক্লিন্সম্যান দায়িত্ব ছাড়ার পর ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোচ করা হয় হংকে। তাঁর কোচিংয়েই টানা ১১ বার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে এশিয়ার এই দেশ। প্রথম ম্যাচে চেকিয়াকে হারালেও মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয় দক্ষিণ কোরিয়াকে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তাদের হার সকলকে অবাক করেছিল। দলের এই হারে ক্ষুব্ধ দেশের প্রেসিডেন্ট লি জায়ে মিয়াং। তিনি সমালোচনা করেছেন দেশের ফুটবল প্রশাসনের। লি বলেছেন, "আমি এই ফলাফলে অবাক হয়েছি। আরও এক বার প্রমাণিত যে ভুল সিদ্ধান্ত কতটা ক্ষতি করতে পারে। যদি কোনও অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে এই ফলাফলই হবে।'' দেশের ক্রীড়ামন্ত্রককে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, বিশ্বকাপে কেন এত খারাপ ফল হল তা খতিয়ে দেখতে হবে। দেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

বিশ্বরেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ব্যাটারের

টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৯ বছরের ইতিহাসে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ব্যাটার রস্টন চেজ ও আমির জাঙ্গু। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টে ৪০১ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা। এই জুটির মাধ্যমে রেকর্ড গড়েছেন দু'জনে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ষষ্ঠ উইকেটে ৬০২ বলে ৪০১ রান করেছেন দুই ব্যাটার। নিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা আমির ৩৭৩ বলে ২৩৩ রান করেছেন। ১৮৪ রানে অপরাজিত থেকেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক চেজ। টেস্টে ষষ্ঠ উইকেটে এটি সবচেয়ে বেশি রানের বিশ্বরেকর্ড।

এর আগে এই রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো ও বেন স্টোকসের দখলে। ২০১৬ সালে কেপ টাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩৯৯ রান করেছিলেন তাঁরা। সেই রেকর্ড ভেঙে গেল। অর্থাৎ, টেস্টে ষষ্ঠ উইকেটে এই প্রথম কোনও জুটি ৪০০ রানের বেশি করল।

টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারদের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের জুটি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কনরাড হুন্টে ও স্যর গ্যারি সোবার্স ৪৪৬ রান করেছিলেন। সেটাই রেকর্ড। দ্বিতীয় স্থানেও ছিলেন সোবার্স। ১৯৬০ সালে ফ্রাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে মিলে ৩৯৯ রান করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙে দ্বিতীয় স্থানে উঠলেন আমির ও চেজ।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের জুটি। ১৯৯১ সালে নিউ জিল্যান্ডের মার্টিন ক্রো ও অ্যান্ড্রু জোনস ৪৬৭ রানের জুটি বেঁধেছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ও কাসিম উমরের ৩৯৭ রানের জুটি। সেই জুটি ভাঙলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ব্যাটার।

জাপানের বিপক্ষে ম্যাচকে কেন 'ফাইনাল' বললেন ব্রাজিল কোচ

নকআউটে যেকোনো ম্যাচের ধরনই এক। হারলেই বাদ। মানসিক ও কৌশলগত প্রস্তুতিও তাই নিয়ে রাখতে হয় আগেভাগে। গতকাল রাতে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে কানাডা—দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হলো এবার বিশ্বকাপে নকআউট পর্ব।

আজ জাপানের বিপক্ষে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডের ম্যাচে মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে সেলেসাও কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলে গেছেন, নকআউট পর্বে যেকোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত আছেন তাঁরা।

আনচেলত্তির ভাষায়, 'পুরো দলই মনোযোগী, সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি। অতিরিক্ত সময় কিংবা পেনাল্টি শুটআউটআমরা সবদিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। ম্যাচটি আমাদের কাছে ফাইনালের মতোই।'

'ফাইনাল' খেলার অভিজ্ঞতা ব্রাজিল দলের ফুটবলারদের বেশির ভাগেরই আছে। ক্লাব ফুটবলে এ ধরনের নকআউট ম্যাচও তাঁরা খেলেন নিয়মিতই। ওই আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপেও কাজে লাগাতে চান আনচেলত্তি। এ জন্য দলের ভেতর 'মন, হৃদয় ও পরিষ্কার ভাবনার' সমন্বয় খুঁজছেন ব্রাজিল কোচ।দলের অভিজ্ঞ ফুটবলারদের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে আনচেলত্তি বলেন, 'আমরা সৌভাগ্যবান যে দলে এমন কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে, যারা এ ধরনের বড় ম্যাচের চাপ কীভাবে সামলাতে হয়, তা খুব ভালো করেই জানে। এদিক থেকে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।'

তবে প্রতিপক্ষের জন্যও সমীহ আছে তাঁর কথায়, 'জাপান এমন একটা দল, যাঁদের সম্মান করতে হবে, আমরা তা করবও।'এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিপক্ষে ড্র করলেও পরের দুই ম্যাচে হাইতি ও স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে উঠেছে ব্রাজিল। তিউনিসিয়াকে হারালেও নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে এই পর্বে এসেছে জাপান।

মহিলা ক্রিকেটে অনুরাগীকে হারিয়ে জয় অব্যাহত মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মহিলা ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি। সোমবার মর্ডান ক্রিকেটে একাডেমি ৮ উইকেটে পরাজিত করে ক্রিকেট অনুরাগীকে। সুপ্রিয়া দাসের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে। আসরে টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে লিগ টেবিলের শিষ্যের মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ক্রিকেট অনুরাগী নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৮ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে অনুভা পাল ৫৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং মহেশ্বতা দাস ৩৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় দশ রান। মর্ডান ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে সুপ্রিয়া দাস ১০ রানে তিনটি, রুমা সরকার ১২ রানে এবং পৌলোমি পাল ১৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি ১২ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রূপালী দাস ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং সুপ্রিয়া দাস ৩১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২১ রান।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় অব্যাহত বিলোনিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো বিলোনিয়া মহকুমা। আকাশ হোসেন এবং দীপ্তানু পালের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে বিলোনিয়া সহজেই পরাজিত করলো সাব্রুম মহকুমা কে। ৮ উইকেটে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা ১৬৪ রান করে। দলের পক্ষে শুভম দেবনাথ ৭৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, দ্বীপ দেবনাথ ৩০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, শুভদীপ দত্ত ১৭ বল খেলে ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং নয়ন দাস ৫১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে অনুপম চৌধুরী ২৯ রানে এবং দীপ্তানু পাল ৫৬ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ৩৫.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ হোসেন ৭৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রানে এবং দ্বীপতনু ৮৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া অর্কনীড় দত্ত ৩৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে।" ডি "গ্রুপে বিলোনিয়া ২ ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করলেও সাব্রুম হেরে যায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে।

টানা জয়ের মধ্যে থেকে শীর্ষে প্রগতি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রোমাঞ্চকর ম্যাচ। তাতে তিন রানে জয় পেলো প্রগতি প্লে সেন্টার। বি গ্রুপে টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে শীর্ষে রয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টার। সোমবার প্রগতি প্লে সেন্টার পরাজিত করে জি বি প্লে সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এমবিবি স্টেডিয়াম দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। বিজয়ী দলের রূপাঞ্জনা শীল ব্যাট এবং বল হাতে কাপড় দেখিয়েছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত করে প্রগতি প্লে সেন্টার এক উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান করে। দলের পক্ষে রূপাঞ্জনা শীল ৫৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে এবং স্নেহা সরকার ৫৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। জবাবে খেলতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রীরূপা দেব ৫০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং অঙ্কিতা সরকার ৩০ বল খেলে ১৬ রান করেন। অতিরিক্ত হাতে পায় ১৭ রান। প্রগতি প্লে সেন্টারের পক্ষে মনীষা দাস ৯ রানে এবং রূপাঞ্জনা শীল ১১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কর্ণেলে হারলো বিদ্যাসাগর স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হোঁচট খেলো বিদ্যাসাগর ইউ এম বি কোচিং সেন্টার। কর্নেল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বিদ্যাসাগর ইউ এম বি ৩৩ রানে পরাজিত হলো। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১০০ রান করে। দলের পক্ষে দল নায়িকা নিকিতা সরকার ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ এবং ঋষিতা সূত্রধর ৫২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। বিদ্যাসাগর ইউ এম বি কোচিং সেন্টারের পক্ষে সুইটি দত্ত ২০ আমি দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে কর্নেলের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বিদ্যাসাগর ইউ এম বি কোচিং সেন্টার মাত্র ৬৭ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে শিল্পী দেবনাথ ৪২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং সুস্মিতা বসাক ২৫ বল খেলে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। কর্নেল কোচিং সেন্টারের পক্ষে নারিয়া দেববর্মা ১৬ রানে দুটি উইকেট দখল করেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে দাবায় চ্যাম্পিয়ন কিরীটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: সাংবাদিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ক্রীড়া চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস ফেস্টের ইনডোর গেমসের আসর। উৎসবের ধারাবাহিকতায় আজ ক্লাবের ইনডোর হল-এ অনুষ্ঠিত হয় দাবা প্রতিযোগিতা। বুদ্ধির এই লড়াইকে ঘিরেও ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। প্রতিযোগিতা শুরুর মুহূর্তে স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা সহ-সম্পাদক অভিষেক দে সহ অন্যান্য ক্লাব কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন। অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই দাবা প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিরীটি দত্ত। রানার্স আপের শিরোপা পেয়েছেন কিংকর শীল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য। খেলা শেষে প্রেস ক্লাবের পদস্থ কর্মকর্তারা বিজয়ী ও সফল প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানান। আগামী দিনগুলিতে ইনডোর গেমসের অন্যান্য আকর্ষণীয় ইভেন্টগুলিও ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ক্রীড়া সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগে টিএসজেসি-র শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সহ-সম্পাদক ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক কল্যাণ দেবনাথের মা যমুনা দেবনাথ আজ সকালে হাঁপানিয়ার ড় বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। প্রয়াতা যমুনা দেবনাথ, স্বামী সহ তিন ছেলে ও এক মেয়ে এবং আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে সহ-সম্পাদক ক্রীড়া সাংবাদিক কল্যাণ দেবনাথের মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

খোলা আকাশের নিচে মিড-ডে মিল

বিশুদ্ধ পানীয় জল ও শিক্ষক সংকটে কাঞ্চনমালা লক্ষ্মীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আগরতলা, ২৯ জুন: গোলাঘাটি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা লক্ষ্মীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। মিড-ডে মিল খাওয়ার নির্দিষ্ট স্থান না থাকা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং শিক্ষক সংকটসহ একাধিক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চললেও সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের মিড-ডে মিল গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা নেই। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে খোলা আকাশের নিচে কিংবা গাছতলায় বসে বা দাঁড়িয়ে খাবার খেতে হচ্ছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বর্ষাকালে এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা।

শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে বাড়ি থেকেই পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে দাবি অভিভাবকদের। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগেও শিক্ষক সংকটের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নার্সারি শ্রেণির জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় ছোট শিশুদের বড় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে পাঠদান করা হচ্ছে বলে জানান অভিভাবকরা। এতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার মান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের এই মৌলিক সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকলেও শিক্ষা দপ্তর কিংবা সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই দ্রুত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে মিড-ডে মিল গ্রহণের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করে বিদ্যালয়ে উন্নত ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জোরালো হয়েছে।

আদমশুমারি সবার সহযোগিতা করতে জেলাশাসকের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল আসন্ন আদমশুমারি উপলক্ষে সিপাহীজলা জেলার সকল নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে প্রথমবারের মতো স্ব-গণণা চালু হতে যাচ্ছে এবং সিপাহীজলা জেলায়ও স্ব-গণণা অনুষ্ঠিত হবে। পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকগণ স্ব-গণণায় অংশগ্রহন করতে পারবেন। পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখানো হয় উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে কিভাবে স্ব-গণনায় যুক্ত হতে পারবেন। এছাড়াও ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সমগ্র সিপাহীজলা জেলায়ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে গননা কর্মীরা তথ্য সংগ্রহের কাজ করবেন। এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে জেলাশাসক সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

লিভার বিকল আড়াই বছরের শিশুর প্রাণ বাঁচাতে সাহায্যের আবেদন, মুখ্যমন্ত্রী-সহ দেশবাসীর কাছে আকুতি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন ।। আড়াই বছরের এক শিশুর জীবন বাঁচাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা দেশবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তার পরিবার। সদর মহকুমার উষাবাজার বৈশ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা রাজিব সরকারের ছোট ছেলে গুরুতর লিভারের রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় চার মাস আগে শিশুটি প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হলেও প্রাথমিকভাবে কোনো গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির লিভার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দিল্লির একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে রেফার করা হয়।

কিন্তু উন্নত চিকিৎসা ও সম্ভাব্য লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। শিশুটির বাবা রাজিব সরকার পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি। সীমিত আয়ের কারণে এত বড় অঙ্কের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আর্থিক সংকটে চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার।

রবিবার সামাজিক মাধ্যমে শিশুটির অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর উষাবাজারের ভারতরত্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা সোমবার রাজিব সরকারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এ সময় এলাকাবাসীরাও শিশুটির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিশুটির বাবা রাজিব সরকার এবং ভারতরত্ন ক্লাবের এক প্রতিনিধি জানান, শিশুটির জীবন বাঁচাতে দ্রুত আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং দেশবাসীর কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। এদিকে সোমবার শিশুটির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার দুপুর পর্যন্ত কোনো সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ। সন্তানের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে শিশুটির মা বারবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের একটাই আবেদনসমাজের সহৃদয় মানুষ ও সরকারের সহযোগিতা পেলে হয়তো আড়াই বছরের এই শিশুটির জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বেহাল সড়কের প্রতিবাদে পথ অবরোধ

আগরতলা, ২৯ জুন : রাজ্যে উন্নয়নের নানা দাবি সামনে এলেও সুবল সিং থেকে আগরতলা যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এই দীর্ঘদিনের সমস্যার প্রতিবাদে আজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করেন সুবল সিং এলাকার গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা চললেও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এনএইচডিসিএল এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে স্কুলপড়ুয়াদের সময়মতো বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে। রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীরাও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। পাশাপাশি ধুলাবালির কারণে শিশু, বয়স্কসহ বহু মানুষ শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যাও রয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একাধিকবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও আশ্বাস ছাড়া বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। তাই অবিলম্বে রাস্তা পুনর্নির্মাণের লিখিত নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, সরকারি অর্থে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পিচ যদি এক বছরের মধ্যেই উঠে যায়, তাহলে নির্মাণের গুণমান, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প তদারকি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না কেন? তাঁদের দাবি, পাশাপাশি রাজ্য সরকারেরও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

এখন দেখার বিষয়, আন্দোলনের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কত দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়।

তিনদিনের উৎসব শেষে ত্রিপুরার আনারস শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন: তিন দিনব্যাপী ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ আজ নয়াদিল্লীতে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। উৎসবের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন দেশের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁরা প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন এবং কৃষক, উদ্যোক্তা ও প্রদর্শকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বি. এল. সন্তোষ এবং সুনীল দেওধর। আনারস শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা সরকারি স্টলগুলিকে অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। এরমধ্যে যৌথভাবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন এবং আরএনজে অ্যাগ্রি-ক্লিনিক অ্যান্ড অ্যাগ্রিবিজনেস প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় পুরস্কার পায় নেরাম্যাক এবং তৃতীয় পুরস্কার লাভকরে ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন পাইনঅ্যাপেল-এর ভৌগোলিক নির্দেশক (জি আই) ট্যাগ-এর শংসাপত্র এক কৃষকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া। এ উপলক্ষে তাঁকে ২৫ হাজার টাকা নগদ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এছাড়াও, আনারস চাষে অসামান্য অবদানের জন্য দুইজন প্রগতিশীল কৃষককে "সেরা পাইনঅ্যাপেল চাষি" সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ২৫ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়।

উৎসবে আগত সকল দর্শনার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে ত্রিপুরার জিআই-স্বীকৃত কুইন আনারসবিতরণ করা হয়। তাতে হাজার হাজার মানুষ এই বিশেষ স্বাদের আনারস উপভোগ করার সুযোগ পান।

তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে নৃত্য, সঙ্গীত সহ নানা বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়েছে, যা দর্শকদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। এরফলে উৎসবের আনন্দ ও সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শনী, ক্রেতা-বিক্রেতার সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার পাইনঅ্যাপেল শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ভ্যালু অ্যাডিশান, ব্র্যান্ডিং, রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উৎসব আবারও প্রমাণ করেছে যে, উন্নত মানের জিআই-স্বীকৃত কুইন পাইনঅ্যাপেল উৎপাদনে ত্রিপুরা দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য।

কৈলাসহরে সন্দেহভাজন মহিলাকে আটক, একাধিক আধার কার্ড উদ্ধারের দাবি; তদন্তে পুলিশ

কৈলাসহর, ২৯ জুন: উনকোটি জেলার কৈলাশহরের পাইতুরবাজার এলাকায় এক সন্দেহভাজন মহিলাকে ঘিরে সোমবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের সন্দেহের ভিত্তিতে ওই মহিলাকে আটক করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে একাধিক আধার কার্ড উদ্ধারের দাবি করা হয়েছে। তবে সেগুলির প্রকৃত মালিকানা ও বৈধতা সম্পর্কে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দুপুরে ওই মহিলা এক ইরিক্সা চালকের কাছে গিয়ে তাঁকে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। মহিলার কথাবার্তা ও আচরণে সন্দেহ হওয়ায় ইরিক্সা চালক বিষয়টি স্থানীয়দের জানান। এর পর এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি নিজের পরিচয় সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য দিতে পারেননি। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর কাছে কোনও বৈধ ভ্রমণ সংক্রান্ত নথি দেখাতে না পারলেও একাধিক আধার কার্ড পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।

খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ, মহিলা থানার পুলিশ, ডিএসপি-র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এবং টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। আটক মহিলার প্রকৃত পরিচয়, তাঁর কাছে থাকা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত শীঘ্রই লিভার রোগের রাজধানী হবে, লিভারকনে সতর্ক বার্তা বিশেষজ্ঞদের

আগরতলা, ২৯ জুন : লিভারের জটিল রোগ মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে লিভার সিরোসিস পর্যায়েও সুস্থ করে তোলা সম্ভব। লিভার প্রতিস্থাপনও আজকাল সহজ লভ্য ও জনপ্রিয় হয়ে গেছে। নবম লিভারকন থেকে এই আশার বার্তা দিয়েছেন দেশের প্রখ্যাত লিভার বিশেষজ্ঞগন। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে ২৭ ও ২৮ জুন আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের লিভার রোগ বিশেষজ্ঞদের সায়েন্টিফিক কনফারেন্স "লিভারকন"।

কনফারেন্সে জটিল লিভার রোগের চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা ও প্রটোকল শেয়ার করেছেন দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রখ্যাত অতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও গবেষকগন। লিভারকনে দিল্লি থেকে অনলাইন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী ডা এস কে সেরিন।

ভারতে লিভার রোগীর সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধির প্রবনতায় গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞগন। তাঁরা তথ্য দিয়েছেন, এই বৃদ্ধির হার ১৪১ শতাংশের বেশি। নীরবে দেশের বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হতে যাচ্ছে লিভার রোগ। বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকলে ভারত শীঘ্রই বিশ্বের লিভার রোগের রাজধানী হবে। বিশেষজ্ঞগন বলেছেন, জীবন শৈলী, জাঙ্ক ফুড, স্থুলতা, ডায়াবেটিস, ড্রাগস, মদ্যপান ইত্যাদি এবং হেপাটাইটিস ভাইরাসের কারণে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লিভার রোগ প্রতিরোধে কমিউনিটি হেপাটোলজির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিশেষজ্ঞগন।

ত্রিপুরায় কমিউনিটি হেপাটোলজির উপর হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের কাজের পদ্ধতি ও সাফল্য গোটা দেশের জন্য একটি মডেল হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞগন। ভবিষ্যতে কমিউনিটিতে এ আই ভিত্তিক কাজ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। নবম লিভারকনে চিকিৎসাকদের সায়েন্টিফিক আলোচনার পাশাপাশি কমিউনিটি হেপাটোলজির উপরও পৃথক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনায় প্রতিটি মানুষকে শরীরে লিভারের গুরুত্ব ও সুরক্ষার উপর সচেতন করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞগন। শিরা পথে ড্রাগস গ্রহনকারীদের হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমণের শিকার হওয়া এবং এর পরিনতিতে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার হবার উচ্চ ঝুঁকি সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞগন সতর্ক করেছেন।

এবারের লিভারকনে রাজ্যের প্রায় আড়াইশ চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দিনে মেডিকেল কলেজের পিজি ছাত্ররা কেস প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টিদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। কনফারেন্সে আগত দেশের প্রখ্যাত লিভার রোগ বিশেষজ্ঞগন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, শুধু মাত্র লিভার রোগ নিয়ে এধরনের সায়েন্টিফিক কনফারেন্স দেশের আর কোথাও হয় না। তাই জন্য আগামী দিনে এই কনফারেন্স আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। নবম লিভারকনে "এইচএফটি ওরেশন" সম্মান প্রদান করা হয়েছে প্রয়োগরাজের মতি লাল নেহেরু মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ ডা এস পি মিশ্রকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী বছরের ১৩ ও ১৪ জুন দশম লিভারকনের আয়োজন করা হবে।

শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের বেহাল দশা, নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ২৫ শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ

আগরতলা, ২৯ জুন: ত্রিপুরা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আওতাধীন যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকার পূর্ব তিলথৈস্থিত বেতাঙ্গি ক্রেশ সেন্টারের বেহাল অবস্থা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী। শ্রমজীবী ও দিনমজুর পরিবারের শিশুদের নিরাপদ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্র বর্তমানে ভগ্নপ্রায় পরিকাঠামো ও ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাবে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, কেন্দ্রটির ভবনের দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টার খসে পড়ছে এবং টিনের ছাদে একাধিক ছিদ্র থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই ঘরের ভেতরে জল ঢুকে পড়ে। ছাদের কাঠের বিম ও সাপোর্ট কাঠামোও অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যা যেকোনো সময় ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বিছানা, রান্নাঘর, নিরাপদ পানীয় জল, উন্নত শৌচালয় এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা নেই। ফলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে এবং বর্ষায় জল পড়ার কারণে শিশুদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এছাড়া চারপাশে বাউন্ডারি না থাকায় এবং ঘন জঙ্গলে সাপসহ বিষাক্ত প্রাণীর উপদ্রব থাকায় নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় ২৫ জন শিশু আসে। অথচ তাদের দেখভালের জন্য রয়েছেন মাত্র একজন ওয়ার্কার ও একজন হেল্পার। এত সংখ্যক শিশুর পরিচর্যা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দুই কর্মীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

খাদ্য সরবরাহ নিয়েও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সরকারি তালিকায় নির্ধারিত খাদ্যসামগ্রী শিশুদের কাছে নিয়মিত পৌঁছায় না বলে দাবি করেছেন অভিভাবকেরা। পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও অভাব রয়েছে, যা শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

অভিভাবক ও এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে কেন্দ্রটির পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন করে ভবন সংস্কার, বিদ্যুৎ সংযোগ, নিরাপদ পানীয় জল, উন্নত রান্নাঘর ও শৌচালয়, বাউন্ডারি নির্মাণ, পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ এবং সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের মতে, শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ধর্মনগর রেলস্টেশনের পার্কিং ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ, সংস্কারের দাবিতে রেল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন

ধর্মনগর, ২৯ জুন: ধর্মনগর রেলস্টেশনের পার্কিং ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে চলা একাধিক অনিয়ম, যাত্রী ও গাড়িচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে সোমবার রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন স্থানীয় গাড়িচালক ও সচেতন নাগরিকরা। প্রায় ৫০ জনের স্বাক্ষর-সম্বলিত ওই ডেপুটেশনে পার্কিং ব্যবস্থার অবিলম্বে সংস্কার এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজদীপ দে জানান, পার্কিং পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের একাংশের আচরণ প্রায়শই অমার্জিত ও অসৌজন্যমূলক। গাড়িচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের হলেও বিষয়টি নিয়ে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি বলে দাবি তাঁর।

পার্কিং ফি আদায় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবাদকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিটি গাড়ির জন্য ১০ টাকা করে পার্কিং ফি নেওয়া হলেও পার্কিং স্লিপে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে 'নিজ দায়িত্বে যানবাহন রাখুন'। অর্থ গ্রহণের পরও যদি যানবাহনের নিরাপত্তার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ না নেয়, তাহলে ওই ফি আদায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলে মত তাঁদের।

এছাড়া পার্কিংয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা পরিচয়পত্র না থাকায় প্রকৃত কর্মীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ডেপুটেশনকারীরা। ডেপুটেশনে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পার্কিং সংক্রান্ত অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত, কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক ইউনিফর্ম ও পরিচয়পত্র চালু, গাড়িচালকদের সঙ্গে শালীন আচরণ নিশ্চিত করা এবং পার্কিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন দেখার বিষয়, সাধারণ মানুষের উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কী উদ্যোগ নেয়।

শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

আগরতলা, ২৯ জুন : শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরিদর্শক।

এদিন ছাত্রছাত্রীদের বলেন, বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেনীর ইংরেজি বিভাগের একমাত্র শিক্ষিকা ছিলেন তানিয়া সাহা। কিন্তু আচমকা তাঁকে বদলি করা হয়েছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়াশুনা বুঝাতে পারেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রীড়া সাংবাদিক কল্যাণ দেবনাথের মা যমুনা দেবনাথ প্রয়াত, শোক

আগরতলা, ১৮ মে : আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক কল্যাণ দেবনাথের মা যমুনা দেবনাথ আজ সকালে হাঁপানিয়ার ড. বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। প্রয়াতা দেবনাথ, স্বামী সহ তিন ছেলে ও এক মেয়ে এবং আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাব উনার প্রয়াণে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত প্রভু জগন্নাথের স্নানযাত্রা, মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ২৯ জুন : সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হল প্রভু শ্রীজগন্নাথ দেবের পবিত্র স্নানযাত্রা। রাজধানী আগরতলার জগন্নাথ মন্দির এবং ইসকন মন্দিরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ পূজা-অর্চনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদযাপিত হয়। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথা অনুযায়ী, প্রথমে প্রভু জগন্নাথ, পরে বলরাম এবং সর্বশেষে দেবী সুভদ্রাকে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে সেবায়েতরা তাঁদের স্নানবেদীতে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট আচার মেনে মহাস্নান সম্পন্ন হওয়ার পর গজানন বা হাতিবেশে সজ্জিত করা হয় প্রভু জগন্নাথকে, যা ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বছরে একবার এই স্নানযাত্রার দিনেই জগন্নাথদেব তাঁর ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে মহাস্নান করেন। এই দিনটিকে মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী, মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও রানী গুন্ডিচা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষ প্রয়োগে খালে হাজার হাজার মাছের মৃত্যু, কৈলাশহরে চাঞ্চল্য

কৈলাসহর, ২৯ জুন: উনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর আরডি ব্লকের টিলা বাজার স্কুল থেকে ব্রিজ হয়ে মনু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত "কাটা গ্যাং" (খাল)-এ বিষ প্রয়োগ করে হাজার হাজার মাছ নিধনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার ভোর থেকে খালের বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং অসংখ্য পোনা মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। ঘটনায় টিলাগাঁও ও লাঠিয়াপোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে খালের পানিতে বিষ প্রয়োগ করেছে। এই খাল শুধু জলজ সম্পদের উৎসই নয়, বরং এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিশুদের স্নান, গৃহপালিত গরু, মহিষ, হাঁসসহ বিভিন্ন পশুপাখির পানীয় জলের অন্যতম উৎস এই খাল। ফলে পানিতে বিষ মেশানোর ঘটনায় জনস্বাস্থ্য এবং গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করেছেন। অনেকেই গৃহপালিত পশু ও হাঁসকে খালের পানি ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাম সামিয়া ও সুশীল মালাকার জানান, সোমবার সকাল থেকেই খালের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মরা মাছ ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে। কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও জানা না গেলেও এর ফলে পরিবেশ, জলজ সম্পদ এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়বে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

এলাকাবাসীর দাবি, এটি শুধুমাত্র মাছ নিধনের ঘটনা নয়; বরং প্রাকৃতিক জলজ সম্পদ ধ্বংস এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর হুমকি। তাই প্রশাসনের কাছে তাঁরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত, খালের পানির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়াও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে জলাশয়গুলিতে নিয়মিত নজরদারি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন শুধু আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ নয়, এটি পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কত দ্রুত তদন্ত শুরু করে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 30-06-2026, 01:03